নাইজেরিয়ায় নামাজের সময় মসজিদের বাইরে তালা দিয়ে আগুন

সারে-জমিন

ভোটে বিজেপি-তৃণমূলকে হারানো দরকার: নওশাদ

রূপসী বাংলা

বিশ্বকে যে কারণে দ্বিতীয় 'বিপর্যয়' ঠেকাতেই হবে

সম্পাদকীয়

কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন আবু সাঈদ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৮ মে, ২০২৪
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৯ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আমার অধিনায়কত্ব সরল-সিধে: পান্ডিয়া

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 134 ■ Daily APONZONE ■ 18 May 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

'রিল ভিডিও' বন্ধে দারুল উলুম দেওবন্দে নিষিদ্ধ করা হল মহিলা প্রবেশ!

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। দারুল উলুমে প্রবেশ করে এক শ্রেণির মেয়েদের রিল (ভিডিও) বানানোর ঘটনা নিয়ে বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা না হলেও প্রতিষ্ঠানটির শাইখ মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নৌমানি বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, দারুল উলুম দেওবন্দে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মহিলা এসে রিল তৈরি করেন। সেই সব ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ও দেশজুড়ে আপত্তি উঠছে। এরপরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। এছাড়া এই ঘটনায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সিএএতে আবেদন করলে জেলে ভরে দেবে ভোটের পর: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: সিএ তে আবেদন করলে ভোটের পর জেলে ভরে দেবে। জঙ্গলমহলে নির্বাচনী জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সরেনের সমর্থনে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম ব্লকের গজাশিমূল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই জনসভায় মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। জনসমুদ্র তৈরি হয়েছিল ঝাড়গ্রামের এই গজাশিমুল মাঠে।ওই নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃমানস রঞ্জন ভুঁইয়া, বীরবাহা হাঁসদা, শ্রীকান্ত মাহাত, ইন্দ্রনীল সেন, প্রার্থী কালিপদ সরেন, বিধায়ক দুলাল মুর্মু, দেবনাথ হাঁসদা, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সরেন, তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা সহ আরো অনেকে। ওই জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাষণে বলেন, সি এ এ তে নাম নথিভুক্ত করলে ভোটের পর জেলে ভরে দেবে। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় চোর বিজেপি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় আর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছবি দিয়ে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেয়। সিএএ কে বিশ্বাস করবেন না, কেউ নাম নথিভুক্ত করবেন না। যদি কেউ নাম নথিভুক্ত করে থাকেন ওরা ভোটের পর জেলে ভরে দেবে। সব থেকে বড় মিথ্যাবাদী মোদি। মোদিকে বিশ্বাস করবেন না। জঙ্গলমহলে আসবে আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে। তাই মোদির কথা কেউ শুনবেন না এবং বিশ্বাস করবেন না। তিনি বলেন, আদিবাসীদের সারি ও সারনা ধর্মের স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এখনো সারি ও সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দেয় নি। আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, রাজ্য সরকার আইন করে পাস করিয়ে দিয়েছে বিধানসভায়। জঙ্গলমহলে সিপিএমের যে হার্মাদরা গুলি চালাতো, মানুষ খুন করতো, সন্ত্রাস করত, তারা এখন বিজেপির হার্মাদ হয়েছে। তাই তাদের বিশ্বাস করবেন না, এলাকায় ঢুকতে দেবেন না, তাদের ফিরিয়ে আনবেন না। শান্ত জঙ্গলমহলকে ফের অশান্ত করে তোলার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আপনারা শান্ত জঙ্গলমহলকে অশান্ত করতে দেবেন না। আমি জঙ্গলমহলে যার হাত ধরে প্রবেশ করেছিলাম তার নাম ছত্রধর মাহাত। জঙ্গলমহলের আর কি চাই , জঙ্গলমহলে অনেক কাজ হয়েছে ,বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে, ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ তৈরি করা হয়েছে, সুবর্ণরেখা নদীর উপর ভরসা ঘাটের সেতু নির্মাণ হয়েছে , রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে ,পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্কুল কলেজের উন্নয়ন করা হয়েছে। দু'বছর ধরে রেশনের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র সরকার দেয় নি, রাজ্য সরকার সেই টাকা দিচ্ছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ,বাড়ি তৈরির টাকা দেয়নি? ডিসেম্বর মাসে এগারো লক্ষ পরিবারকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ভোট এলে মোদি বাবুকে দেখা যায়, ভোট শেষ তারপর মোদী বাবুকে দেখা যায় না। এবার কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোট সরকার গড়বে সেই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, সিপিএম জমানায় বেলপাহাড়িতে পিঁপড়ে খেয়ে মানুষ জীবিকা অর্জন করত। আমি সেই গ্রামে গিয়েছিলাম, সেই সময় নিজের চোখে সবকিছু দেখেছি। এখন সেই পরিস্থিতি নেই মানুষ দুবেলা দুটো ভাত খেতে পারছে। তাই বিজেপি ও সিপিএমকে ভোট না দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেন। প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শোনার জন্য ওই সভায় সামিল হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি সব ধর্মের মানুষের পাশে রয়েছি, আমি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করিনি ,অসহায় মানুষের পাশে থাকা আমার কর্তব্য। তাই বারবার আমি এই জঙ্গলমহলে ছুটে আসি, অরণ্য সুন্দরী জঙ্গলমহলকে আমি ভালোবাসি। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, জঙ্গলমহলের শান্তি অটুট থাকুক এটাই আমি কামনা করি ।

প্রকৃত উন্নয়ন নিয়ে বিজেপিকে প্রকাশ্যে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের ধনিয়াখালিতে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বিজেপি সাংসদ এবং প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচনী এলাকার প্রকৃত উন্নয়ন কাজ নিয়ে উভয় দলের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে তার মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানান। হুগলিতে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার করতে গিয়ে অভিষেক বলেন, "বিজেপি দাবি করে যে তারা অনেক কিছু করেছে। এটি একটি সাদা কাগজ তৈরি করতে দিন। আমি ওঁকে (লকেট) চ্যালেঞ্জ করছি আমাদের ওয়ার্ক রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আমার মুখোমুখি হতে। আমরা নিশ্চিন্তে বিজয়ী হব।

রাজ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিষেকও জাতীয়ভাবে ইন্ডিয়া ব্লকের জয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন, যেখানে তৃণমূল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিলাসবহুল পণ্যের তুলনায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উপর 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ' জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর) তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কর নীতির সমালোচনা করেন তিনি। বিজেপিকে বিত্তবানদের সুবিধা দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিজেপি জিরার উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি আরোপ করে, অথচ মূলবাণ সম্পদের প্রতীক হীরে কেনার জন্য খুব কমই কর দিতে হয়। তিনি বিজেপি আমলে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হারের নিন্দা করে বলেন, এর প্রভাব পড়েছে দুধ, এলপিজি গ্যাস, কেরোসিন এবং ডালের মতো প্রয়োজনীয় পণ্যগুলিতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিষেক বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্যে কোভিড অতিমারীর সময় তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে নির্বাচনী লাভের জন্য মোদী পুলওয়ামা জঙ্গি হামলাকে কাজে লাগাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অভিষেক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিজেপির এজেন্ডা নিছক নির্বাচনী চমক। তারা খাদ্যাভ্যাস এবং পোশাক সহ ব্যক্তিগত পছন্দগুলি নিজেদের মতো চাপিয়ে দিচ্ছে। স্থানীয় অর্থনীতির দিকে নজর দিয়ে অভিষেক বলেন, হুগলির মিলগুলি থেকে বিজেপি সরকারের পাটের বস্তা কেনা কমে যাওয়ায় শিল্পের ওপর নির্ভরশীল জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে। তিনি রাজ্যের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পকে সমর্থন করে বলেন, বিজেপি এই প্রকল্প আটকানোর চেষ্টা করছে। বিতর্কিত সন্দেশখালি কাহিনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্তের অভিযোগ করেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আদিবাসীদের উপর লাগাতার হামলার কথা তুলে ধরেন তিনি। আগামী ২০ মে পঞ্চম দফায় হুগলি জেলায় ভোটগ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সন্দেশখালির শাহজাহান কি মুসলিম 'মুখ', প্রশ্ন হবু ডাক্তার শাহজাহানের

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শাহজাহান এখন বসিরহাট সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি। জমি দখল সহ প্রায় এক ডজন ফৌজদারি মামলায় নাম রয়েছে তার নামে। আর তাকে ঘিরে রাজ্র রাজনীতির চর্চা তুঙ্গে। বিজেপি চেষ্টা করছে সন্দেশখালির শাহজাহানকে মুসলিমদের 'প্রকৃত' চরিত্র হিসেবে তুলে ধরতে। এমনকী তা থেকে রেহাই দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। তিনিও তার বক্তৃতায় মুসলিম মানেই সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো ব্যক্তিত্ব তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নিউ বয়েজ হোস্টেলের ৫০১ নম্বর কক্ষের আবাসিক বাসিন্দা শেখ শাহজাহান। এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। বীরভূমের এক কৃষকের ছেলে। সন্দেশখালির শাহজাহান আর ২৪ বছর বয়সি মেডিকেল ছাত্র শেখ শাহজাহান যে আলাদা মেরুতে তা আর কে বোঝায়। তাই যখনই রাজনীতির চক্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো মানুষ শাহজাহান নামটি মুসলিম সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করতে ব্যবহার করেন তখন মন কেঁদে ওঠে ডাক্তারি পড়ুয়া শেখ শাহজাহানের। শহর কলকাতা থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা শাহজাহান তার ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আমি তার (প্রধানমন্ত্রী) নির্বাচনী ভাষণ দেখেছি। তিনি (সন্দেশখালির শাহজাহানের) নাম ধরে যাচ্ছেন। তিনি গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে খারাপভাবে তুলে ধরছেন। রাজনীতি এত নীচে নেমে গেছে দেখে দুঃখ হয়।

সন্দেশখালির শাহজাহান যদি দোষী হন তাহলে তার সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু এই বিভাজনের রাজনীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করে হবু ডাক্তার শাহজাহান।

উল্লেখ্য, গত ৩ মে নদিয়ায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সন্দেশখালিতে দলিত বোনেদের উপর এত বড় অত্যাচার হয়েছে। সারা দেশের মানুষ আন্দোলনের দাবি তুলেছেন। কিন্তু তৃণমূল অত্যাচারীদের রক্ষা করতে থাকে। আমি তৃণমূল সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই। শুধুই কি অত্যাচারীর নাম শাহজাহান শেখের কারণে?' সন্দেশখালি নিয়ে শুধু প্রদানমন্ত্র নন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সেই পথে হেঁটেছেন। বিজেপি সন্দেশখালি নিয়ে এমন একটি গল্প চাপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে যে সন্দেশখালিতে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রান্তিক হিন্দু পরিবার আর মূল অপরাধী মুসলমান। যদিও সন্দেশখালির কিছু অভিযোগ বাংলার শাসক দলের বিরুদ্ধে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে তৃণমূলও একাধিক "স্টিং ভিডিও" উল্লেখ করে পাল্টা আক্রমণ করছে। সন্দেশখালির শাহজাহানের খোঁজখবর রাখলেও ১৩ মে বীরভূমে ভোট দিতে পারেননি বীরভূমের শাহজাহান। ওই দিনই এমবিবিএসের ফাইনাল ইয়ারের কোর্স শুরু হওয়ার আগে ১৫ দিনের বিরতিতে বাড়ি যান তিনি। এ নিয়ে শাহজাহান বলেন,আমি এখানে থেকে গিয়ে ভোট দিতে পারতাম। কিন্তু তার মানে একদিনের ক্লাস এড়িয়ে যাওয়া। আমি সেটা চাইনি। ফাইনাল ইয়ারে তার চারটিই প্রধান বিষয়- মেডিসিন, সার্জারি, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ এবং শিশুরোগ। তত্ত্ব ও ব্যবহারিক ক্লাসের ফাঁকে তাকে ওয়ার্ডে রোগী দেখতে হয়। আসলে তাকে যে উদ্দেশ্যে তার বাবা মা ডাক্তারি পড়াচ্ছেন সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান। তাই শাহজাহান বলেন, আমার বাবা-মা আমার পড়াশোনার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আমাকে ডাক্তার হতে দেখাটা তাদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমি আমার ১১০ শতাংশ দিতে চাই।

শাহজাহানের নাম রেখেছিলেন তার পিতা, যার এক চিলতে জমি রয়েছে যেখানে তিনি বছরে দুবার ধান চাষ করেন। যদিও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শাহজাহান। সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চম মুঘল শাসক মির্জা শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররম (যার অর্থ বিশ্বের রাজা) যিনি শাহজাহান নামেও পরিচিত ছিলেন। শাহজাহান, যিনি অনেক চমৎকার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত আগ্রার তাজমহল। গেরুয়াপন্থীদের লক্ষ্যবস্তু এখন সেই শাহজাহানের তাজমহল। অতীতে তাকে 'লালসার প্রতীক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু বীরভূমের শাহজাহানের পরিবার সম্রাট শাহজাহানের থেকে ভিন্ন। বীরভূমের শাহজাহানের বাবা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি কিছু বাড়তি আয়ের জন্য গবাদি পশু- প্রধানত মুরগি পালন করেন। শাহজাহানের মা গৃহিণী। তার দুটি বড় বোন এবং একটি ছোট বোন রয়েছে। তারা সবাই এখন বিবাহিত।

শাহজাহান বলেন, আমার বাবা-মা অশিক্ষিত। কিন্তু তারা সব সময় আমাদের পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমার বড় দুই বোন দ্বাদশ শ্রেণি শেষ করেছে। আমার ছোট বোন গ্র্যাজুয়েট।'

সম্রাট না হলেও শাহজাহান এখন তার গ্রামের জন্য একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে বেশিরভাগ যুবক অভিবাসী শ্রমিক হিসাবে বা অন্য কোনও অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করার জন্য শহরে চলে যান। যারা থেকে যান, তাদের বেশিরভাগই কৃষিকাজ করেন। বাড়িতে এলে তরুণ শাহজাহান গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে যান। তিনি বলেন, আমার বাবা আমাকে বলেছেন আমি যখন ডাক্তারি প্র্যাকটিশ শুরু করব তখন যেন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকা না নিই। বাবার আদর্শ মেনে মেডিক্যাল কলেজে শাহজাহান জেলা থেকে আসা গরিবদের সাহায্য করেন। তিনি তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, সঠিক ডাক্তার দিয়ে যাতে তাদের চিকিৎসায় আর দেরি না হয়। এই শাহজাহান অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সন্দেশখালির তৈরি নয়, এই শাহজাহানকে ডাক্তার গড়ে তোলার পিছনে অবদান রয়েছে আল-আমীন মিশনের। শাহজাহান আল আমীন মিশনের অনন্য কৃতী।

সন্দেশখালির শাহজাহান সংবাদ শিরোনামে আসার পর থেকে ছোট শাহজাহান মাঝেমধ্যে কটূক্তির শিকার হয়েছেন। তবে 'বেশিরভাগই বন্ধুত্বপূর্ণ ঠাট্টা' বলে তিনি জানান। সম্প্রতি একটি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার সময় একজন বহিরাগত পরীক্ষক তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শাহজাহান বলেন, 'আমি উত্তর দিলে তিনি একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন।' সেটা তার মনকে নাড়া দেয়। যদিও তিনি বলেন, 'আমি আমার ব্যাচমেট, জুনিয়র ও শিক্ষকদের মধ্যে কখনো কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব দেখিনি। শাহজাহান বলেন, 'হিজাব নিয়ে অনেক বিতর্ক শুনেছি, পড়েছি এবং দেখেছি। মেডিক্যাল কলেজে অনেক মহিলা শিক্ষার্থী হিজাব পরে ডাক্তার হওয়ার প্রশিক্ষণ নেন। এখানে কোনো বৈষম্য নেই। কিন্তু যখন সন্দেশখালির শাহজাহানকে মুসলিমদের মুখ হিসেবে তুলে ধারার চেষ্টা হয় তখন সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিষবাষ্প হবু ডাক্তার শেখ শাহজাহানের বুক যেন চিরে দিয়ে যায়।

প্রথম নজর

সাজদা-র প্রচারে এবার ফিরহাদ

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: হাওড়া জেলা ও হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনের প্রচার প্রায় শেষ পর্যায়।

তার আগে শুক্রবার উলুবেড়িয়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে শ্যামপুরের জনসভায় প্রচারে ঝড় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঞ্চ থেকে ফিরহাদ জানান, আগামী ২০-শে মে এই কেন্দ্রের নির্বাচনে রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে উলুবেড়িয়ার লোকসভা আসনে সব থেকে বেশি লিড নিয়ে জয়ী হতে চলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুলতান জায়া সাজদা আহমেদ।

তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে ফিরহাদের সভায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। এদিনের এই সভায় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্রের বিধায়ক কালিপদ মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, হাওড়া জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এলআইসি এজেন্টের প্রতারণা!

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: জাল রশিদ ছাপিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ বোলপুরের এলআইসি অফিসে। শুক্রবার প্রতারণার শিকার একাধিক মহিলা ও পুরুষরা এলআইসি অফিসে এসে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামান দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ।

কীর্ণাহারের বাসিন্দা এলআইসির এজেন্ট পিন্টু ঘোষের সাব এজেন্ট শেখ হাকিম। তার বাড়ি পাডুই থানার বিষ্ণুখন্ডা গ্রামে। অভিযোগ গত দুই বছর ধরে শেখ হাকিম লোহাগড়, জগদলপুর, মুখ গোলটিকুরি, গোড়াপাড়া, হিঙ্গনপুর, মোলডাঙ্গা, মহিদাপুর সহ আশেপাশের প্রচুর গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে।

শেখ হাকিম গত দুই তিন বছর ধরে জাল রশিদ ছাপিয়ে সেই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ। কিন্তু গত তিন মাস ধরে অভিযুক্ত এজেন্ট কিস্তির টাকা নিচ্ছিল না। তাই বোলপুরের এলআইসি অফিসে এসে জানতে পারেন প্রতারণার বিষয়টি।

যে তাদের এলআইসি টাকা অফিসে জমা হয়নি। ঘটনা তদন্তে বোলপুর থানার পুলিশ।

ধামাখালিতে অস্থায়ী শিবির খুললেন সিবিআই অফিসাররা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালির ধামাখালিতে অস্থায়ী শিবির খুললেন সিবিআই এর আধিকারিকরা।

গত কয়েকদিন ধরে সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গায় জমি সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন সিবিআই এর আধিকারিকরা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তারা তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকে আরো ভালো করে ত্বরান্বিত করতে ও এলাকার মানুষদের সুবিধার্থে সন্দেশখালির ধামাখালি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এই শিবির খুলে সেখানে অস্থায়ী ঠিকানা গড়ে তুললেন সিবিআই এর আধিকারিকরা। শিবিরের পাশাপাশি সিবিআই এর আধিকারিকরা এইখানে বিশ্রাম নেবেন সারাদিন তদন্তের পর। এমনটা জানা গিয়েছে সিবিআই সূত্র থেকে। এদিকে,গত কয়েক দিনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার রাতেও দুষ্কৃতীদের গ্রামে ঢুকতে শঙ্খ ঝাঁজ নিয়ে রাত জাগছেন গ্রামের মহিলারা ।

রাতের অন্ধকারে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। পুলিশ গ্রামের ভিতর তল্লাশি চালানোর নাম করে সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। পুলিশ ও দুষ্কৃতীরা গ্রামের ভিতর যাতে রাতের অন্ধকারে ঢুকতে না পারে তার জন্য সন্দেশখালি বেড়মজুর এলাকায় পালা করে রাত জাগচ্ছেন গ্রামের মহিলারা। গত তিন দিনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবারও তারা হাতে শঙ্খ ও ঝাঁজ নিয়ে রাত জাগেন। গ্রামের ভিতরে যদি কোনো দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করে তাহলে গ্রামের মহিলারা সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ আর ঝাঁজ বাজাবেন। যার ফলে সেই শব্দ শুনে এলাকার মানুষেরা সজাগ হয়ে যাবেন।

মানুষের চাকরি খেয়ে বিজেপির টিকিট অভিজিতের: অভিষেক

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার হলদিয়ার চৈতন্যপুরের নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছিল কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে অভিজিতের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানিয়ে ছিল তৃণমূল। কমিশন বিজেপি প্রার্থীকে শোকজও করেছে। শুক্রবার তমলুকের রাজ ময়দান থেকে হসপিটাল মোড় পর্যন্ত চলে অভিষেকের রোড-শো। তমলুকের এই দলীয় কর্মসূচি থেকে অভিজিৎকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক-অভিজিৎকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেন, "শুনেছেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখের ভাষা? উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেট জানতে চেয়েছিলেন। আমি সেই দাম বলতে এসেছি।" এরপরই হাতে একটি ফ্লেক্স তুলে ধরে (যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে মাথা নত করে প্রণাম করতে দেখা যাচ্ছে) বিজেপি প্রার্থী অভিজিতের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, "এই দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাম! আপনি যে মোদীর টিকি ধরে রাজনীতি করেন, সে মাথা নীচু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করেন।" অভিষেক আরো বলেন, "আপনার দামটাও বলতে এসেছি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ওর (অভিজিতের) দাম সবাই জানে, তমলুকের বিজেপির টিকিট! মানুষের চাকরি খেয়ে বিজেপির টিকিট নিয়েছেন।"তমলুকে এবার অভিজিতের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করেছে ছাত্র নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। অভিষেক বলেন, "তমলুকে দেবাংশুর বোতাম ২ নম্বরে,আমার বোতামও ২ নম্বরে। অভিজিৎকে এমন ভাষায় জবাব দিতে হবে যাতে ৪ জুনের পর ও তমলুকে ঢুকতে না পারেন।"কেন অভিজিৎকে ভোট নয় তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, "নাথুরাম গডসে আর গান্ধীজির মধ্যে যিনি বেছে নিতে ইতস্তত করেন তাকে দেশদ্রোহী ছাড়া আর কী বলা যায়।মেদিনীপুরের মাটি কী এরকম দেশদ্রোহীকে বরদাস্ত করবে?" জবাবও দিয়েছেন অভিষেক নিজেই, "মেদিনীপুর তৈরি রয়েছে চাকরিখেকো অভিজিৎকে জবাব দেওয়ার জন্য।"গামী ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় তমলুকে ভোটগ্রহণ। এবারের বাংলার অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র এটি। লড়াই এখানে ত্রিমুখী। একদিকে বিজেপির প্রার্থী কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্যদিকে তৃণমূলের বাজি তরুণ তুর্কী দেবাংশু ভট্টাচার্য। লড়াইয়ে আছেন সিপিআইএম-এর সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কে জেতেন সেটাই এখন দেখার।

রক্তের সংকট মেটাতে রক্ত দান বিডিওর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তসঙ্কট কাটাতে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের কর্ম তীর্থ ভবনে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে প্রায় ১৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

রক্ত দেন স্বয়ং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর ব্রীতি সুন্দর সাহা, সিডিপিও তপন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।

কুমারগঞ্জ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির তরফে আয়োজিত এদিনের এই রক্তদান শিবিরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাজা ঘোষ ও অমিত কর্মকার।

এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'রক্ত সংকট দূর করতে আমাদের এই উদ্যোগ। সংগৃহীত রক্ত বালুরঘাটে ব্লাড ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাজ পড়ে মৃতদের আর্থিক সাহায্য মিলবে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বৃহস্পতিবার দুপুরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জনের। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাত এগারোটা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তার আগে থেকেই মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া। তারা তদারকি করে রাতেই সাতটি মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মৃত পরিবারের হাতে সরকারি আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আজ চারটি মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ।

ভিন রাজ্যে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকেরা নাম কলেজ সেখ। বাড়ি নলহাটি ১ নং ব্লকের হরিদাসপুর এলাকার জয়পুর গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চায়েত ভোটের পর কলেজ সেখ রাজস্থানের আজমীরে রাজ মিস্ত্রির কাজে জান। গত বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ রাজস্থান থেকে বাড়িতে কলেজ সেখের মৃত্যু সংবাদ আসে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে কলেজ সেখের। তার মৃত্যুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের এক মাত্র রোজগেরে কলেজ শেখের পরিবারের রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা, মা , স্ত্রী, ও দুই কন্যা সন্তান।

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় মৃতদেহটি গ্রামে আসে। শুক্রবার মৃত দেহটি গ্রামের সাহাবা খানায় কবরস্থ করা হয়েছে।

রাজমিস্ত্রির ছেলে বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটে উত্তীর্ণ হয়ে চমক দিলেন জঙ্গিপুরের মঙ্গলজোন এলাকার রাহুল শেখ। পিতা রাজমিস্ত্রি। মা গৃহবধূ। পরিবারের দুরাবস্থা কাটিয়ে সফলতার শিখরে পৌঁছে যাওয়ায় আনন্দের জোয়ার জঙ্গিপুরে। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। সেখানেই রাহুল শেখ ১২ তম স্থান অধিকার করেছেন। নিতান্তই দারিদ্র্য পরিবার থেকে উঠে এসে মুর্শিদাবাদের সুতির আহিরণের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন নিয়ে পড়াশুনা করে রাহুল সেখের এই অসামান্য সাফল্যে গর্বিত মুর্শিদাবাদ।

এই নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো দরকার: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আইএসএফ সবসময় অগ্রণী থাকবে। মতুয়া সম্প্রদায় থেকে শুরু করে আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, তফসিলি জাতি-উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বঞ্চনা, অবমাননা নিরসনে আইএসএফ নিরন্তর সোচ্চার থাকবে। সেইজন্য দেশের আইনসভায় আমাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। শুক্রবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হরিণঘাটার ফতেপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় এই কথা বলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিদায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো দরকার। হিন্দুরা বিপদে আছে বলে ক্ষমতাসীন হয়ে বিজেপি হিন্দুদের জীবন আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশছোঁয়া। টাকার দাম ক্রমশ তলানিতে যাচ্ছে। বেকারির সংখ্যা মারাত্মক। এই পরিস্থিতিতে সব ধর্মের মানুষই বিপদে পড়েছেন। অন্যদিকে, এই রাজ্যে তৃণমূলীরা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে ভোট কবজা করতে ব্যস্ত। কিন্তু তাদের আমলে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয়। তিনি বলেন, এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইএসএফকে লড়তে হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও নানান কুৎসা, অপপ্রচারের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। মুসলমানের দল, বিজেপি-তৃণমূলের দালাল বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান থেকে আইএসএফ পিছু হটবে না। তিনি আগামী ২০ তারিখে এই কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী দীপক মজুমদারকে খাম চিহ্নে ভোট দেবার আহ্বান জানান।

এদিন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাপস ব্যানার্জির সমর্থনে কদম্বগাছির সমাবেশে নওশাদ সিদ্দিকী বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আত্মসম্মান বিকিয়ে আইএসএফ কোন সমঝোতা করবে না। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যদি সমঝোতা হয়েই থাকে, তাহলে রাজ্যের তিনটি আসনে তারা কেন পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে? কেনই বা কেরলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিপক্ষে বামেরা প্রার্থী দিয়েছে? তিনি বলেন, কুৎসা রটানোর জন্য আইএসএফের বিরুদ্ধে ভোট কাটুয়ার অভিযোগ করা হচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট কেটে অনেকগুলি আসনে বিজেপিকে এই রাজ্যে সুবিধা করে দিয়েছিল বাম ও কংগ্রেস। হরিনঘাটার সমাবেশে আইএসএফের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি বলেন, বিভেদকামী শক্তিকে পরাজিত করে মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইকে মজবুত করতে আইএসএ কে ভোট দিতে হবে। এছাড়া এখানে দলের প্রার্থী দীপক মজুমদার, ছাত্র নেতা রাকেশ বেরা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

হাজি নুরুলের সমর্থনে তৃণমূলের চেটাই বৈঠকে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: শুক্রবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শাসনের দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় পাথরা ও মানিকপুরে জোড়া চেটাই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই এলাকা থেকে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ এর নেতৃত্বে হাজী নূরুল ইসলামকে বিপুল ভাবে জেতানোর অঙ্গীকার করা হয়। এদিনের এই চেটাই বৈঠকে নূরুল ইসলামের সমর্থনে চার নং বোতাম টিপে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে আহ্বান রাখেন ফারহাদ।

ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুল ইসলাম মনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপস্থিতি কর্মীদের। দাদপুর অঞ্চল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল মার্জিন লিড করবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই বলে মনিরুল ইসলাম জানান। দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান আব্দুল হাই এর কথায় এখানে বিরোধীদের কোন স্থান নেই। উক্ত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আমিনুল ইসলাম, স্থানীয় নেতৃত্ব ইফতিকার উদ্দিন,আছের আলী মল্লিক, মনিরুজ্জামান, মিজানুর রহমান মুন্না, আবদার প্রমুখ।

আল মদিনা জামে মসজিদে মাদ্রাসা ছাত্রদের তবলিগি জামাতের জোড়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে আল্লার হুকুম ও নবীর তরিকা কিভাবে এসে যায় এবং কিভাবে মাদ্রাসার ছাত্ররা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত আখলাকের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ আল মদিনা জামে মসজিদে ১৬ মে আসরের পর থেকে ১৭ মে জুম্মা পর্যন্ত বিশেষ জোরের আয়োজন করা হয়। এই মজলিসে বক্তব্য রাখেন আসানসোলের তাবলীগী জামাতের জিম্মাদার মৌলানা শফি সাহেবের সাহেবজাদা মাওলানা আমির , সাল দেওয়া জিম্মাদার মাওলানা কলিমুল্লাহ ,মাওলানা আনোয়ার, মাওলানা খাইরুল হাসান ,মাওলানা জাহাঙ্গীর ও পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রথম সারির জিম্মাদার আব্দুল খালেক। সমগ্র মজলিসের অনুষ্ঠানের দোয়া করেন সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও মাদ্রাসা দারুল উলুমের সম্পাদক তথা পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম তাবলীগী জিম্মাদার হাজী কুতুব উদ্দিন। এই জোরে দক্ষিণ দামোদরের রায়না ,খন্ডঘোষ , মাধব ডিহি এলাকার এগারটি মাদ্রাসার মধ্যে নটি মাদ্রাসার ছাত্ররা উপস্থিত হন ।মাদ্রাসার ছাত্ররা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কি ভাবে করেন এবং আগামী দিনে কিভাবে কাজ করতে পারবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর সঙ্গে সবাইকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বজায় রেখে চলার নির্দেশ এবং আমাদের নবী বিশ্বনবী সমস্ত মানব কুলের নবী তিনি তার আদর্শ মেনে চলার বার্তা দেয়া হয়। যে দেশে বাস করি সে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, বাপের হক ,মায়ের হক ,প্রতিবেশীর হক সহ সমগ্র মানব কুলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার কথা বলা হয় ।অনুষ্ঠানে আজফার সাহেব ,আনিসুর সাহেব , মৌলানা মিনহাজ সহ বহু তবলীগে জিম্মাদার উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানে থাকা-খাওয়া অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করা হয় দারুল উলুম সেহারাবাজার মাদ্রাসার পক্ষ থেকে।

মাদ্রাসার পক্ষে কার্যকরী সম্পাদক হাজী আসরাফ, মুফতি জাকির হোসেন, মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী সহ মাদ্রাসার সমস্ত আলেম-ওলামারা উপস্থিত ছিলেন।

৮৫ বছরের উর্ধ্বদের বাড়িতে বসেই ভোটদানের ব্যবস্থা

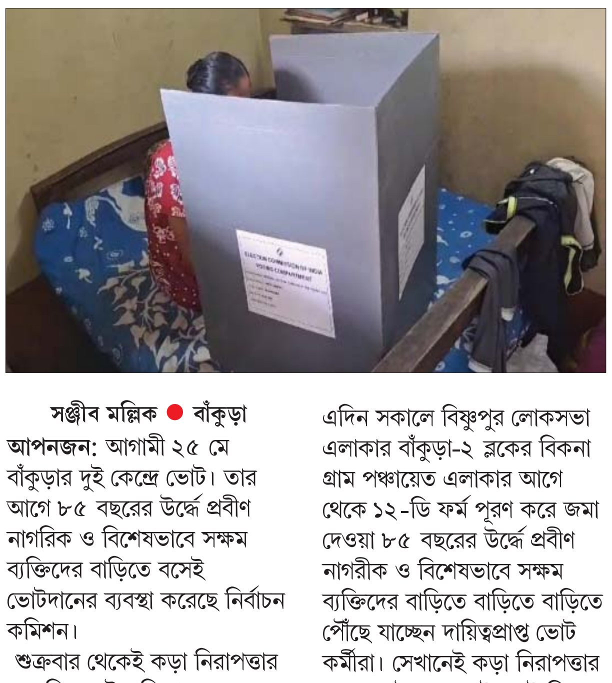

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আগামী ২৫ মে বাঁকুড়ার দুই কেন্দ্রে ভোট। তার আগে ৮৫ বছরের উর্দ্ধে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িতে বসেই ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন।

শুক্রবার থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২০ মে, সোমবার পর্যন্ত। বাড়িতে বসেই ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২০ মে, সোমবার পর্যন্ত।

এদিন সকালে বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকার বাঁকুড়া-২ ব্লকের বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আগে থেকে ১২-ডি ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া ৮৫ বছরের উর্দ্ধে প্রবীণ নাগরীক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট কর্মীরা। সেখানেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পোষ্টাল ব্যালটে ভোট দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা।

নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ভোটার থেকে তাঁদের পরিবারের লোকজনেরা। সুষ্ঠ ও শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে ভোট দান চলছে বলেই তাঁরা জানিয়েছেন।

হ্যাচারি থেকে মাছ চুরির চেষ্টা নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: রাতের অন্ধকারে পুকুর থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ চুরির চেষ্টা, জানাজানি হতেই চক্ষু চড়কগাছ কর্তৃপক্ষের। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য নবগ্রামের রঘুপুর এলাকায়। প্রশাসনের দ্বারস্থ মাছ চাষিরা।

জানা জায় নবগ্রামের রঘুপুরে গড়ে উঠেছে ভাই ভাই হ্যাচারি। যেখান থেকে তৈরি হয় মাছের ডিম। আর সেই হ্যাচারির পুকুর থেকে ফাঁদ জাল পেতে মাছ চুরির চেষ্টা কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল শুক্রবার সকালে।

কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ,ভাই ভাই হ্যাচারির পুকুরে ফাঁদ জাল পেতে মাছ চুরি করার চেষ্টা করে, সকালে খবর পেয়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখা যাই প্রায় ৫০ কেজির উপর জালে মাছ লেগে পড়ে আছে পুকুর পাড়ে। কোন কারণবশত জাল ফেলে পালায় চোরেরা ,কতটা পরিমাণ মাছ তারা নিয়ে গেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশায় কর্তৃপক্ষ। তাদের অনুমান প্রায় ১০০ কেজি মাছ চুরির চেষ্টা করেছিল তারা যদিও সবটা নিয়ে যেতে পারেনি ফেলে পালায়। শুধু তাই নয় এর পূর্বেও চেষ্টা করেছিল মাছ চুরির। রাতের অন্ধকারে দেখা যায়নি তাদের বলেও অভিযোগ।

অন্যদিকে ব্যবসার মাছ চুরি নিয়ে আতঙ্কিত মাছ চাষিরা। ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা দেখছেন তারা। চোরেদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দ্বারস্থ হয়েছেন নবগ্রাম থানার। দায়ের করা হয়েছে লিখিত অভিযোগ। এখন দেখার পালা প্রশাসন কতটা সক্রিয় কাজ করে ।

প্রথম নজর

ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত 'ইসরাইলের বিরুদ্ধে গাজা যুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে এবং রাফাহ অভিযানের ওপর জরুরি স্থগিতাদেশ' চেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলার শুনানি আবার শুরু করেছে।
ইসরাইল এ মামলাকে 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' এবং 'নৈতিকতা বিরোধী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শুক্রবার তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের কথা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এ মামলাটি করার পর 'দি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস' (আইসিজে) শব্দগুলো নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা হচ্ছে, বিশেষ করে রুলিংয়ে 'বিশ্বাসযোগ্য' শব্দের ব্যবহার নিয়েই মূল আলোচনা হচ্ছে। গত জানুয়ারিতে আইসিজে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছিল এবং সেখানে একটি অংশ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে অংশটি হচ্ছে - আদালতের দৃষ্টিতে, তথ্য উপাত্ত ও পরিস্থিতি- দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তত কিছু দাবির বিষয়ে সমাপ্তি টানতে যথেষ্ট এবং এ জন্য সুরক্ষা চাওয়ার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য। পরে কিছু আইনবিদ এর নানা ব্যাখ্যা করেন। কেউ কেউ বলেন যে গাজায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার যে অভিযোগ সেটিকেই 'বিশ্বাসযোগ্য' বলেছে আদালত। এই ব্যাখ্যা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। জাতিসংঘের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন অধিকার সংস্থাগুলোর বিবৃতি এবং বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে। আদেশ দেয়ার সময় আইসিজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোয়ান ডনোঘেউ। বিবিসিকে তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে আদালতে আসলে তার রুলিংয়ে তা বলেনি। বরং তিনি বলেন ওই রুলিংয়ের উদ্দেশ্য ছিলো এটা ঘোষণা করা যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে মামলার অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার আছে এবং ফিলিস্তিনিদের 'গণহত্যা থেকে সুরক্ষার বিশ্বাসযোগ্য অধিকার' আছে, যে অধিকার অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকিতে ছিলো। বিচারকরা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তাদের এখনই বলার দরকার নেই গণহত্যা হয়েছে কিংবা না। তবে সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে যে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অভিযোগ প্রমাণ হলে তা জাতিসংঘের গণহত্যা বিষয়ক কনভেনশনের আওতায় পরতে পারে।

গাজার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সন্ত্রাসী নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভায় ফাটল

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী হবে, তা নিয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে একটি 'পরিকল্পনা' দেওয়ার চ্যালেঞ্জ করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। বুধবার টেলিভিশনে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই চ্যালেঞ্জ করেন তিনি।
গাজায় যে কোনো ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে আসছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। তার এমন চ্যালেঞ্জকে সমর্থন জানিয়েছেন দেশটির যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য বেনি গান্তজও। তবে ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি গ্যালান্টের নাম উল্লেখ না করে বলেন, গাজায় আট মাস ধরে চলা সংঘাতে এখনো হামাসকে ধ্বংস করতে না পারায় অজুহাত তৈরি করছেন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল। তবে নেতানিয়াহুর এমন মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি দেশটির যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ও মধ্যপন্থি সাবেক জেনারেল বেনি গান্তজও। তিনি গ্যালান্টের পক্ষ নিয়ে বলেছেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সত্য কথাই বলেছেন। গ্যালান্ট বলেছিলেন, হামাসকে পরাজিত করার এবং সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হাতে ৭ অক্টোবর জিম্মি হওয়া ইসরাইলিদের পুনরুদ্ধার করার যে লক্ষ্য নেতানিয়াহু সরকার নিয়েছে, সেগুলো পূরণ করতে হলে গাজায় অবশ্যই একটি বিকল্প ফিলিস্তিনি শাসনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

নাইজেরিয়ায় নামাজের সময় মসজিদের বাইরে তালা দিয়ে আগুন, ১১ মুসল্লি নিহত

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার কানো শহরে নামাজের সময় মসজিদে বাইরে থেকে তালা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে ১১ মুসল্লি আগুনে পুড়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
ঘটনার সময় মুসল্লিরা ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কানো প্রদেশের একটি মসজিদে এক ব্যক্তির হামলায় অন্তত ১১ জন মুসল্লি নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তারা বলেছে, এক ব্যক্তি মসজিদে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন লাগানোর আগে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং এতে মসজিদের ভেতরে প্রায় ৪০ জন মুসল্লি আটকা পড়েন।
বিবিসি বলছে, উত্তরাধিকার তথা সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জেরে এ হামলার সূত্রপাত হয়। পুলিশ বলছে, তারা এই ঘটনায় ৩৮ বছর বয়সী সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেফতার করেছে। কানো প্রদেশের গেজাওয়া এলাকায় বুধবার মুসল্লিরা ফজরের নামাজে অংশ নেয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। বাসিন্দারা বলেছেন, হামলার পর মসজিদে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুসল্লিদের কান্নার আওয়াজ শোনা যায় এবং তারা ভেতর থেকেই তালাবদ্ধ দরজা খুলতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বিস্ফোরণের শব্দ শোনার পর প্রতিবেশীরা ভেতরে আটকে পড়াদের সাহায্য করতে ছুটে আসেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলার প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কানো শহরে বোমা বিশেষজ্ঞসহ উদ্ধারকারী দলগুলোকে মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া মসজিদে হামলায় বোমা ব্যবহার করা হয়নি বলেও নিশ্চিত করেছে পুলিশ।
কানো ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুন লাগার পরপরই তাদের ডাকা হয়নি, আরো আগে জানানো হলে তারা আরও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেন। কানো ফায়ার সার্ভিসের মুখপাত্র সামিনু ইউসুফ বিবিসিকে বলেছেন, স্থানীয়রা আগুন নেভানোর পরেই তাদের জানানো হয়েছিল।
তিনি আরো বলেন, এমন পরিস্থিতিতে, লোকেদের আমাদের কল করার কথা ছিল কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা লোকেশন থেকে কোনো কল পাইনি। পুলিশ বলেছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের অংশ হিসেবে এই ঘটনা ঘটানোর কথা স্বীকার করেছে সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তির দাবি, সে মসজিদের ভেতরে থাকা পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালায়।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর স্থানীয় পুলিশ প্রধান উমর সান্দা সাংবাদিকদের বলেন, যা ঘটেছে তা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়, বরং এটি সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বর্তমানে আমাদের কাছে আছে এবং দরকারী তথ্য দিচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুসহ আরো অনেকে এখনো হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এদিকে পুরো গ্রামে এখন শোকের মাতম চলছে বলেও জানিয়েছে বিবিসি।

হামাস পরাজিত হলে তুরস্ক হবে ইসরায়েলের পরবর্তী লক্ষ্য: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, দখলদার ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসকে পরাজিত করতে পারলে এরপর তুরস্কের দিকে 'নজর দেবে' এবং হামলা চালাবে।
গত বুধবার (১৫ মে) রাজধানী আঙ্কারায় একটি সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। নিজ দলের সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে এরদোগান বলেন, ভাববেন না যে ইসরায়েল গাজায় থেমে থাকবে। তাদের থামিয়ে না দেয়া হলে এই সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্ত সরকার আজ হোক অথবা কাল আনাতোলিয়ার দিকে নজর দেবে। আনাতোলিয়া বোঝাতে এরদোগান বৃহত্তর তুর্কি উপত্যকাকে বোঝাতে চেয়েছেন। আনাতোলিয়া পশ্চিম এশিয়ার একটি উপদ্বীপ। আনাতোলিয়া শব্দটি বাংলাভাষাও ব্যবহৃত হয়। তবে তুর্কিরা একে আনাদোল বা আনাদোলো বলে। তুরস্কের বেশিরভাগ অংশ এই উপদ্বীপেই গঠিত। নাতোলিয়াকে ইংরেজিতে এশিয়া মাইনর নামেও ডাকা হয়।
তিনি আরো বলেন, আমরা হামাসের পাশে দাঁড়াবো। তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে এবং একইসাথে আনাতোলিয়াকেও রক্ষা করছে।
এর আগে সোমবার এ তুর্কি নেতা বলেছেন, গাজায় চলমান যুদ্ধের মধ্যে হামাসের এক হাজারেরও বেশি সদস্যকে তুরস্কের হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও তিনি ইস্তাম্বুলে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াহের সাথে দেখা করেছেন এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। গেলো বছরের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে ইসরায়েলে এই দশকের সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান চালায় গাজার হামাস সরকার। এর পরপরই গাজায় বিমান হামলা ও স্থল হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এ আগ্রাসনে ৪০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। এছাড়া আহত হয়েছেন ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। গাজা গণহত্যা শুরুর পর থেকে আঙ্কারার সঙ্গে তেল আবিবের সম্পর্কের অবনতি হয়। ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখলেও দখলদারদের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে তুরস্ক। সবশেষ ইসরায়েলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করে এরদোগান সরকার।

বিক্ষোভে উত্তাল নিউ কালিডোনিয়া, জরুরি অবস্থা জারি

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচন সম্পর্কিত নতুন আইনকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে ফ্রান্স শাসিত দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপ নিউ কালিডোনিয়া। এর ফলে সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্স নিজেদের শাসিত নিউ কালেডোনিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে। এছাড়া অঞ্চলটিতে স্থিতিশীলতা আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দেশটিতে প্রদেশিক নির্বাচনের আইন পরিবর্তন করায় অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।
সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ সহিংসতায় এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ চারজন নিহত হয়েছেন।
এলাকাটিতে কারফিউ জারির পরও এ অস্থিতিশীলতা অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় শতাধিক লোক আহত হয়েছেন।
সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা থেকে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এ সময় কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতারের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল বলেন, অঞ্চলটি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ১৭০০ কর্মী রয়েছেন। এর সঙ্গে অতিরিক্ত এক হাজার ফোর্স পাঠানো হয়েছে।
ফ্রান্সের নতুন আইন অনুসারে নিউ কালিডোনিয়ায় যেসব ফরাসি নাগরিক ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন তারা প্রাদেশিক নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এটি অনেকটাই নিউ ক্যালিডোনিয়ার নাগরিকত্ব লাভের সমান।
নতুন এ আইনের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা ফুঁসে উঠেছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে বিতর্কিত এ আইনটি বাতিল করতে হবে। এ জন্য বুধবার বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছে। আল-জাজিরা জানিয়েছে, এ বিক্ষোভের জেরে দেশটিতে প্রায় দুই শতাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

গাজায় ১০ দিন ধরে চিকিৎসা সামগ্রী পাচ্ছে না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) শুক্রবার বলেছে, তারা ১০ দিন ধরে গাজা উপত্যকায় কোনো চিকিৎসা সরবরাহ পায়নি। কারণ ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণ চালিয়েছে। ডাব্লিউএইচওর মুখপাত্র তারিক জাসারেভিচ বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের রাফা ক্রসিং বন্ধ করা 'একটি কঠিন পরিস্থিতি' সৃষ্টি করেছে। 'গাজায় আমরা যে শেষ চিকিৎসা সরবরাহ পেয়েছি তা ছিল ৬ মের আগে।'
সাত মাস আগে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলার কারণে গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়াতে ইসরায়েলি সেনারা ৭ মে রাফা শহরে প্রবেশ করে। তারা মিসরের সঙ্গে থাকা রাফা ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে, যা ত্রাণ সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাজায় দুর্ভিক্ষের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির বিষয়ে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সতর্ক করার পরও ইসরায়েল থেকে কেরাম শালোম ও এরেজ ক্রসিংগুলোও কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
তারিক জাসারেভিচ বলেছেন, ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলো চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি নিয়ে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল। গাজার স্বাস্থ্য সুবিধা চালু রাখার জন্য মাসে ১৮ লাখ লিটার জ্বালানি প্রয়োজন। সীমান্ত বন্ধ হওয়ার পর থেকে মাত্র এক লাখ ৫৯ হাজার লিটার জ্বালানি রাফাতে প্রবেশ করেছে বলে জানান তিনি।
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডজুড়ে ৩৬টি হাসপাতালের মধ্যে ১৩টি কিভাবে এখন 'আংশিকভাবে' কাজ করছে তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এটি স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়।'
তিনি আরো বলেন, 'হাসপাতালগুলোতে এখন জ্বালানি ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং এটি অনেক জীবনকে বিপদে ফেলেছে। রাফাতে বর্তমান সামরিক অভিযান অগণিত জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আফগানিস্তানে অস্ট্রেলীয় সেনাদের যুদ্ধাপরাধের তথ্য ফাঁস করায় কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে অস্ট্রেলিয়ার সেনাদের যুদ্ধাপরাধের তথ্য ফাঁস করায় ডেভিড ম্যাকব্রাইড নামে এক অস্ট্রেলীয় সেনাকে প্রায় ৬ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।
গত মঙ্গলবার (১৪ মে) দেশটির এক আদালত তাকে এই দণ্ড দেয় বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
এদিকে কারাদণ্ড দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অধিকারকর্মীরা। তারা বলছেন, অস্ট্রেলিয়া সরকার যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের চেয়ে ব্রাইডকে শাস্তি দিতে বেশি আগ্রহী।
সাবেক সামরিক আইনজীবী ম্যাকব্রাইডকে অস্ট্রেলিয়ার 'প্রথম হুইসেলব্লোয়ার' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তুলনা করা হয় উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের সাথে।
২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো। ওই সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে দেশটিতে ৩৯ হাজার সেনা মোতায়েন করে অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ২০২১ তালেবান রাজধানী কাবুলের দখল নেয়ার এক মাস আগে ন্যাটো বাহিনীর সঙ্গে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে দেশটির সরকার।
ন্যাটো ও মার্কিন বাহিনীর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধেও আফগানিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ওঠে। যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকায় ১৩ জন সেনাকেও বরখাস্ত করা হয়।
২০১৬ সালে ম্যাকব্রাইডের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এবিসিতে 'আফগান ফাইল' নামে সাতটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালে তার বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে কমনওয়েলথ নথি প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। বিচার শুরু হলে ২০২৩ সালে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ক্যানবেরা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হন ম্যাকব্রাইড। এ সময় আদালত তার জামিনের আবেদন খারিজ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে ১৩ আগস্ট ২০২৬ সালের আগ পর্যন্ত তাকে কোনো ধরণের প্যারোলে মুক্তি না দেয়ারও নির্দেশ দেয় কোর্ট। তবে আদালতের এ রায় ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.

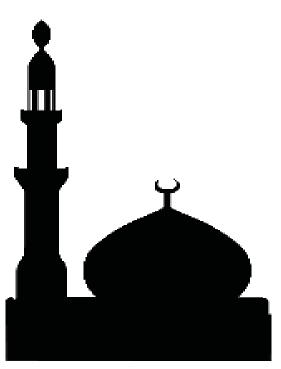

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৫	৪.৫৫
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৫	
এশা	৭.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

মালয়েশিয়ায় থানায় হামলা চালিয়ে ২ পুলিশকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় চরমপন্থী দলের সদস্যরা থানায় হামলা চালিয়ে ২ পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে। শুক্রবার ভোরে মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যের উলু তিরাম থানায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চরমপন্থী গোষ্ঠী জেমাহ ইসলামিয়ার সদস্যরা হামলা চালায়।
পুলিশের মহাপরিদর্শক রাজারুদ্দিন বলেন, হামলার পর পুলিশ বর্তমানে জোহরে থাকা ২০ জনের বেশি জেমাহ ইসলামিয়া সদস্যকে শনাক্ত করেছে।

তাইওয়ানের পার্লামেন্টে আইন প্রণেতাদের মধ্যে তুমুল মারামারি

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের পার্লামেন্টে তুমুল মারামারিতে জড়িয়েছেন আইনপ্রণেতারা। শুক্রবার একটি আইনের সংস্কার নিয়ে মতবিরোধের পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা। সম্প্রতি তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন লাই চিং-তে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন সংস্কারের প্রস্তাবে সংসদে ভোট শুরুর আগেই সংসদের বাইরে কিছু আইনপ্রণেতা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার করেছেন। ঘটনার ভিডিওতে দেখা গেছে, আইনপ্রণেতারা স্পিকারের আসনের আশপাশে চড়ে বসেন। কেউ কেউ টেবিলের ওপর লাফিয়ে পড়েন এবং সহকর্মীদের টেনে মেঝেতে ফেলে দেন। কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি শান্ত হলেও বিকালে আবার মারামারি শুরু হয়।
গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন লাই। সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব শুরু করবেন। কিন্তু তার দল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি) পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। তাইওয়ানের প্রধান বিরোধী দল কুওমিনতাং (কেএমটি), ডিপিপি-র চেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। কিন্তু তা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই দলটি তাইওয়ান পিপলস পার্টি (টিপিপি) এর সঙ্গে কাজ করছে।

ইসরায়েলগামী অস্ত্রের জাহাজ নোঙর করতে দিল না স্পেন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তেনের গাজা উপত্যকায় আগ্রাসন ও গণহত্যা শুরুর পর থেকেই দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে স্পেন। এর ধারাবাহিকতায় এবার ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র বহনকারী একটি জাহাজ ফিরিয়ে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশটি।
বৃহস্পতিবার (১৬ মে) স্প্যানিশ সরকার ঘোষণা করেছে, ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র বহনকারী আর কোনো জাহাজকে স্পেনের বন্দরে ভিড়তে দেয়া হবে না।
স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে সাংবাদিকদের বলেন, এই প্রথম আমরা এটি করেছি কারণ এই প্রথমবারের মতো আমরা ইসরায়েলে জন্য অস্ত্রের চালান বহনকারী একটি জাহাজ শনাক্ত করেছি যেটি স্পেনের একটি বন্দরে ভিড়তে চেয়েছিল। এর আগে পরিবহনমন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তে জানান, মারিয়ান ড্যানিকা নামের জাহাজটি ২১ মে দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের কার্টেজেনার বন্দরে নোঙর ফেলার অনুমতি চেয়েছিল।
এ বিষয়ে আলবারেস বলেন, ইসরায়েলে অস্ত্র বহনকারী যেকোনো জাহাজ স্প্যানিশ বন্দরে ভিড়তে চাইলে তার সাথে একই নীতি গ্রহণ করা হবে। স্পেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সুস্পষ্ট কারণে এই ধরনের অনুরোধকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করবে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, আসলে মধ্যপ্রাচ্যে আর অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, বরং সেখানে শান্তি দরকার।

ইসরায়েলের অভিযান বন্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ চাইল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজার রাফাহ শহরে ইসরায়েলের অভিযান বন্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) আদেশ চেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
বৃহস্পতিবার (১৬ মে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার শুনানিতে এ আবেদন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আইনজীবীরা।
গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েল গণহত্যা করছে অভিযোগ করে গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকা মামলা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার উপস্থাপিত ৮৪ পৃষ্ঠার নথিতে বলে হয়েছে, ইসরায়েলের কার্যকলাপ 'চরিত্রগতভাবে গণহত্যাই।' কারণ তারা গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের একটি বড় অংশকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে।
জানুয়ারিতে এই মামলার প্রথম পর্বের শুনানি হয়।
শুনানিতে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনজীবীরা বলেন, রাফাহতে সামরিক হামলার পরিণতি সম্পর্কে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলোর মতামত সম্পর্কে জানে ইসরায়েল। দেশটি জানে এ ব্যাপারে বিচার আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে।
তবুও ইসরায়েলের নেতারা গণহত্যাকে উসকে দিচ্ছেন এবং গণহত্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৩৪ সংখ্যা, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৯ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

দুর্বলের শাসন

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—জীবন মানেই যন্ত্রণা, বাঁচিয়া থাকিতে উহা শেষ হইবে না। তবে মরণের পরও স্বস্তি আছে কি না—তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার প্রক্রিয়ায় লক্ষ-কোটি জীবাণু আর পোকামাকড় ভক্ষণ করিবে আমাদের এই সুন্দর দেহখানি। দেহ না হয় মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে; কিন্তু রুহ বা আত্মার কী হইবে? প্রশ্ন অনেক। তবে যেই জীবনখানি উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ যাপন করিতেছে—সেই জীবনে ভোগান্তির শেষ নাই। তাহার কারণ হইল, উন্নয়নশীল দেশের কোনো কোনো অংশ যেন নরকের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এইখানে পদে পদে ভোগান্তি। আর সেই ভোগান্তি দূর করাটাই হইল প্রকৃত নেতার ক্যারিশমা; কিন্তু যদি দুর্বলের শাসন হয়, তখন তাহা ভয়ংকর হয়—যেমনটি বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় মুখ্য চরিত্র অমিত বলিয়াছেন—‘দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।’

মানুষ যখন সভ্য হইয়া উঠে নাই, তখনো আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাদা ছোড়াছুড়ি করিয়াছে। প্রস্তরযুগ হইতে শুরু করিয়া আধুনিক এই তথাকথিত সভ্য সময় পর্যন্ত মানুষ লক্ষাধিক বড় বড় যুদ্ধ করিয়াছে। এই জন্য অনেক ইতিহাসবেত্তা বলিয়া থাকেন, মানবজাতির ইতিহাস মূলত যুদ্ধের ইতিহাস। সুতরাং প্রশ্ন যদি করা হয় যুদ্ধ কেন হয়—তাহার চাইতে বড় কথা হইল—যুদ্ধ বাদ দিলে মানবজাতির ইতিহাসের পাতা সাদা থাকিয়া যাইবে। মানুষ শুরুতে থাকিত গুহায়।

প্রাচীনকালে মানুষ বুদ্ধি খাটাইয়া সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের অভ্যাস করিল। সত্যিকার অর্থে, একটি জাতি বা একটি গোষ্ঠী যাহাতে সম্মানের সহিত ভালোভাবে জীবনধারণ করিতে পারে, সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা যে কোনো ধীশক্তিসম্পন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্রভাবে থাকে; কিন্তু ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকিলেই তো হইবে না, ইহার জন্য দরকার নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উন্নত নেতার। প্রকৃতিগতভাবে যে কোনো গোষ্ঠী তৈরি হইলেই তাহাদের জন্য একজন ‘নেতা’র প্রয়োজন হয়। এই নেতা হয় পৌরুষসম্পন্ন, কারণ বাহ্যিকভাবে দৈহিক শক্তিই পশুবত্ তত্কালীন মানুষের সেরা স্বীকৃত গুণ ছিল। তাহা ছিল অবশ্যই রজোগুণ। যেই গোষ্ঠী শান্ত, স্বাভাবিক জীবনযাপন করিত, তাহার নেতা অবশ্যই সত্তাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। রজোগুণসম্পন্ন নেতার অনেক বৈশিষ্ট্যই অশান্তি ডাকিয়া আনিত—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই অশান্তি বা যুদ্ধের প্রধান দুইটি উপাদান হইল—খাদ্য, সম্পদ ও নারী। তবে ইহা তো আদি মানুষের যুদ্ধ; কিন্তু মানুষ যখন ক্রমশ সভ্য হইতে থাকে তখন যুদ্ধের ভূগোল ও উপকরণ পরিবর্তিত হইতে থাকে। সভ্যতা নামক এক ফানুসে চাপিয়া যুদ্ধে সম্পৃক্ত হইতে হইতে সমাজ অগ্রসর হইতেছিল। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের যত উন্নয়ন ঘটিয়াছে যুদ্ধেরও তত বিকাশ ঘটিয়াছে। ‘ওর্য়াল্ড বিয়ন্ড ওয়ার’ সংস্থা হইতে জানা যায়, ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব হইতে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সহস্রাধিক প্রধান প্রধান যুদ্ধ সংঘটিত হইবার ইতিহাস নথিভুক্ত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে আনুমানিক ১৬৫টি যুদ্ধে প্রায় ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়াছে।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়, দুর্বল পরিবেশ হইতে উঠিয়া আসা নেতা সাধারণত নিজের ক্ষমতা দেখাইতে অধিক অস্থির থাকেন। এই জন্য দুর্বলের প্রতিহিংসাও হয় ভয়ংকর। সেই কারণেই একজন লিডার বা নেতার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে জ্ঞানীগুণীরা বলিয়া থাকেন—নেতা হইবে সবল ও ভিন্ন ধ্যানজ্ঞানচেতনার। তিনি যদি সাধারণ মানুষের মতোই হন, তাহা হইলে তাহার নেতৃত্বে একটি জাতি কী করিয়া সর্বোত্তমভাবে বিকশিত হইবে? একজন যোগ্য নেতার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিতেই হয়, যাহা অন্যদের মধ্যে নাই। তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, সহযোগিতমূলক মনোভাব, ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের, আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা চাই। ইহার পাশাপাশি যোগাযোগে দক্ষতা, দূরদর্শিতা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও সর্বোপরি ধৈর্যধারণের বৈশিষ্ট্য থাকাটাও অত্যন্ত জরুরি। ইহার ব্যত্যয়ে যদি কোথাও দুর্বলের শাসন চলে, তাহা হইলে সেই জাতিকে রক্ষার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেহ থাকে না।

বিশ্বকে যে কারণে দ্বিতীয় ‘বিপর্যয়’ ঠেকাতেই হবে

১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ভূখণ্ডের ৮০ ভাগের বেশি দখল করে নিয়েছিল। তারা শত শত গ্রাম ধ্বংস করে সাড়ে সাত লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনা ফিলিস্তিনিদের জন্য ছিল মহাবিপর্যয়। সেই ঘটনার স্মরণে তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবছরের মে মাসে ফিলিস্তিনিরা ‘নাকবা’ (আরবি ‘নাকবা’ শব্দের অর্থ ‘বিপর্যয়’) পালন করেন। এই বছর ফিলিস্তিনিরা নাকবাকে এমন একটি ‘দ্বিতীয় নাকবা’র মধ্যে স্মরণ করছে, যখন সম্ভবত ফিলিস্তিনিদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ও সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। লিখেছেন **ফরিদ তামাল্লা**।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ভূখণ্ডের ৮০ ভাগের বেশি দখল করে নিয়েছিল। তারা শত শত গ্রাম ধ্বংস করে সাড়ে সাত লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনা ফিলিস্তিনিদের জন্য ছিল মহাবিপর্যয়।

সেই ঘটনার স্মরণে তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবছরের মে মাসে ফিলিস্তিনিরা ‘নাকবা’ (আরবি ‘নাকবা’ শব্দের অর্থ ‘বিপর্যয়’) পালন করেন। এই বছর ফিলিস্তিনিরা নাকবাকে এমন একটি ‘দ্বিতীয় নাকবা’র মধ্যে স্মরণ করছে, যখন সম্ভবত ফিলিস্তিনিদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ও সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

আজ প্রথম নাকবার ৭৬ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিলিস্তিনিদের ক্ষত থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। লাখ লাখ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুকে নিজের ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের একেবারে মুছে ফেলার জন্য ফিলিস্তিনিদের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলোও ইসরায়েল দখল করে নিয়েছে।

আমার বাবা সেই ভিটেহারা শরণার্থীদের একজন ছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালে হাইফায় জন্মেছিলেন। কিন্তু নিজের জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার অধিকার উপলব্ধি করার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

এ বছর ৭৬ বছর আগে বাস্তুচ্যুত হওয়া ফিলিস্তিনিদের বংশধরদের সেই অতীত বিপর্যয়ের বেদনাদায়ক স্মৃতি রোমন্থন করার কোনো দরকার নেই। কারণ, তারা তার চেয়েও ভয়ানক ঘটনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেন ফিলিস্তিনিদের প্রত্যেক প্রজন্মের নিজেদের একটি করে নাকবার মুখোমুখি হওয়াটাই নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে এবার ইসরায়েল গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের শুধু ভিটেছাড়া করতে চাইছে না, তারা মূলত ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূল অভিযান চালাচ্ছে। নাকবা এবং চলমান গাজা যুদ্ধের মধ্যকার যোগসূত্রটি শুধু ফিলিস্তিনিরাই যে উপলব্ধি করতে পারছে, তা নয়। ইসরায়েলের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারাও ‘দ্বিতীয় নাকবা’ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন।

ইসরায়েলের কৃষিমন্ত্রী আভি দিশতার ফিলিস্তিনিদের উত্তর দিক থেকে তাড়া খেয়ে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার ঘটনাকে ‘গাজা নাকবা ২০২৩’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসরায়েলের পার্লামেন্টের সদস্য এরিয়েল কালনার গাজায় ‘দ্বিতীয় নাকবা’ ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

গত নভেম্বরে আমি যে গ্রামে থাকি, তার পাশের দেইর ইসতিয়া গ্রামে জলপাই তোলার সময় ফিলিস্তিনি চাষিদের ওপর বসতি স্থাপনকারীরা হামলা চালিয়েছিল। হামলাকারীরা আরবিতে লেখা লিফলেট ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে লিফলেটে লেখা ছিল, ওই এলাকার ফিলিস্তিনিরা জর্ডানে পালিয়ে না গেলে তাদের নতুন নাকবার মুখে পড়তে হবে।

গাজার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ সাত মাসের বেশি সময় ধরে চলছে। ইসরায়েলের হামলায় সেখানে এখন পর্যন্ত ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত ও পঙ্গু হয়েছে ৮০ হাজারের বেশি লোক। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ২০ লাখের বেশি লোক। গাজার এই নতুন বাস্তুচ্যুত লোকেরা মূলত ১৯৪৮ সালের নাকবায় তাড়া খেয়ে ভিটে ফেলে পালিয়ে আসা ফিলিস্তিনিদের বংশধর। নতুন করে ভিটে ফেলে পালানো ফিলিস্তিনিদের মধ্যে এমন কেউ কেউ বেঁচে আছেন, যাঁরা ১৯৪৮ সালে প্রথম নাকবার শিকার হয়েছিলেন।

এই মুহূর্তে আমি যেখানে থাকি, সেই পশ্চিম তীরের অবস্থা গাজার মতো অতটা খারাপ না হলেও

গত নভেম্বরে আমি যে গ্রামে থাকি, তার পাশের দেইর ইসতিয়া গ্রামে জলপাই তোলার সময় ফিলিস্তিনি চাষিদের ওপর বসতি স্থাপনকারীরা হামলা চালিয়েছিল। হামলাকারীরা আরবিতে লেখা লিফলেট ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে লিফলেটে লেখা ছিল, ওই এলাকার ফিলিস্তিনিরা জর্ডানে পালিয়ে না গেলে তাদের নতুন নাকবার মুখে পড়তে হবে।

সেখানেও ভয়াবহ অবস্থা চলছে। প্রতিদিনই সেখানকার গ্রাম এলাকায় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে নতুন ইহুদি বসতি গড়ে তোলার জন্য ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করতে দেখছি।

গত নভেম্বরে আমি যে গ্রামে থাকি, তার পাশের দেইর ইসতিয়া গ্রামে জলপাই তোলার সময় ফিলিস্তিনি চাষিদের ওপর বসতি স্থাপনকারীরা হামলা চালিয়েছিল। হামলাকারীরা আরবিতে লেখা লিফলেট ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে লিফলেটে লেখা ছিল, ওই এলাকার ফিলিস্তিনিরা জর্ডানে পালিয়ে না গেলে তাদের নতুন নাকবার মুখে পড়তে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ এখানে বসতি গড়ে তোলা অল্পসংখ্যক ‘হিংসাত্মক’ ইহুদির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাদের এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের ধরন দেখে মনে হবে, যেন বাকি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। অথচ এটি একেবারে প্রমাণিত মিথ্যা। এ অবস্থায় আমরা বিশ্বের কাছে একটি নতুন নাকবা ঠেকানোর এবং গাজার জনগণকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করছি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এটি করতেই হবে, যেহেতু আজকের এই অবস্থার জন্য তারাই দায়ী।

আমরা বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ এবং স্লোগানে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এই তরুণ আন্দোলনকারীদের পূর্বপুরুষেরা বিগত নাকবা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁদের এই সন্তানেরা নতুন নাকবা ঠেকাতে সফল হবেন।

ফরিদ তামাল্লা রামাল্লায় বসবাসরত ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ও পরিবেশবাদী আন্দোলনকর্মী মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

এবার ভারতের দুই ব্র্যান্ডের মশলা নিষিদ্ধ করল নেপাল

আপনজন ডেস্ক: ভারতের এমডিএইচ ও এভারেস্টের মশলা আমদানি, বিক্রি, ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নেপাল। নেপালের খাদ্যপ্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে দেশটির এক কর্মকর্তা ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ভারতের এই দুই ব্র্যান্ডের মশলায় ইথিনাল অক্সাইডের মাত্রা যাচাইয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে নেপালি কর্তৃপক্ষ।

এমডিএইচ ও এভারেস্টের মশলায় উচ্চ মাত্রার ইথিনাল অক্সাইডের উপস্থিতি শনাক্তের খবর সামনে আসার প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ নিল নেপাল।

নেপালের খাদ্যপ্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখপাত্র মোহন কৃষ্ণ মহার্জন বলেন, তাঁর দেশে এমডিএইচ ও এভারেস্ট ব্র্যান্ডের মশলা আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দুই ব্র্যান্ডের মশলায় ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়ার খবরের পর তাঁরা এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁরা এক সপ্তাহ আগেই এই মশলা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাঁরা বাজারে এই মশলা বিক্রিও নিষিদ্ধ করেছেন।

মোহন কৃষ্ণ আরও বলেন, এই দুটি ব্র্যান্ডের মশলায় রাসায়নিকের উপস্থিতির বিষয়ে পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। হংকং ও সিঙ্গাপুর ইতিমধ্যে এই মশলা নিষিদ্ধ করেছে। দেশ দুটির এমন পদক্ষেপের পর তাঁরা ব্যবস্থা নিলেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইথিনাল অক্সাইড মানবদেহের জন্য অস্বাস্থ্যকর। এটি দীর্ঘদিন শরীরে গেলে ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি হয়। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান দুটির তৈরি মশলা ভারতসহ বিশ্বজুড়ে বেশ জনপ্রিয়। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মশলা প্রস্তুতকারক দেশ। ভারত মশলার বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশও বটে।

নরেন্দ্র মোদি কেন সংবাদ সম্মেলন করেন না

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে ১০ বছর পর জানা গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন সংবাদ সম্মেলন করেন না। সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী সেই কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। যার মোদ্দা কথা, আজকের মিডিয়া নিরপেক্ষ নয়। প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই জানিয়ে দেন তিনি শুধু সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। এর অর্থ, অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। যেখানে দায়বদ্ধতা নেই, সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সংবাদ সম্মেলন করা নিয়ে নিজের অনীহার কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন, যার মূল কথা সংবাদমাধ্যমের চরিত্র আর আগের মতো নেই। প্রচুর বদলে গেছে।

গণমাধ্যমের চরিত্র আগে কেমন ছিল এবং এখন কেমন হয়েছে, সে বিষয়ে মোদি তাঁর অভিমত খোলাখুলি জানিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ‘আজকালকার সাংবাদিকতা নিরপেক্ষ নয়। পক্ষপাতদুষ্ট। সাংবাদিকেরা প্রত্যেকেই নিজস্ব অভিমতের মধ্যে আবদ্ধ। নিরপেক্ষতা বলে যে বিষয়টা ছিল, পক্ষপাতহীনতা ছিল, আজ তা আর নেই। আজ কাউকে সাক্ষাৎকার দিতে বসলেই সবাই জেনে যায় অমুক গত পরশু ওই বিষয়ে টুইট করেছিল। সে তো মোদিকে টেনেই কথা বলবে।’

মোদি বলেন, ‘আগে মিডিয়া ছিল মুখহীন। কে লিখছেন, কী লিখছেন, তাঁর আদর্শ কী, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। কেউ মাথা ঘামাতও না। কিন্তু আজ স্পষ্ট বোঝা যায় কার কী আদর্শ। কার রাজনীতি কী।’

মোদি স্পষ্ট করেই জানান, তিনি এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছেন। মোদি বলেন, ‘আগে এমন একটা ধারণা ছিল, কিচ্ছু করার প্রয়োজন নেই, শুধু মিডিয়াকে হাতে রাখো। নিজের কথাটা তাদের জানিয়ে দাও। তারাই সারা দেশে তা প্রচার করে দেবে। আমি ওই রাস্তায় হাঁটিনি। আমি এক অন্য সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছি। খাটতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। গরিবদের ঘরে ঘরে যেতে হবে। আমিও তো বিজ্ঞান ভবনে (দিল্লির প্রধান সম্মেলনকক্ষ)

অনুষ্ঠানের ফিতে কেটে ছবি তুলে তা মিডিয়া মারফত প্রচার করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আমি ঝাড়খন্ডের কোনো এক ছোট জেলায় গিয়ে ছোট কোনো প্রকল্পের জন্য কাজ করেছি। এটাই নতুন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি মিডিয়ার পছন্দ হলে তারা তা প্রচার করবে। পছন্দ না হলে প্রচার করবে না।’

প্রধানমন্ত্রী ওই সাক্ষাৎকারে অতীতচারীও হয়েছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কী করতেন জানিয়ে বলেন, ‘সে সময় জনসভায় গিয়ে জনতাকে জিজ্ঞেস করতাম, কী ভাই, কেউ কালো পতাকা দেখাচ্ছে না কেন? দু-চারটি কালো পতাকা তো রাখবে। যা দেখে খবরের কাগজ লিখবে, মোদি এসেছিলেন। দশজন তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়েছে। না হলে জনতা বুঝবে কী করে যে মোদি এসেছিলেন? কালো পতাকা ছাড়া আমার সভাকে কে গুরুত্ব দেবে? টানা ১০ বছর গুজরাটে আমি এই ভাষণ দিয়ে গেছি। আমার ডেইলি রুটিন ছিল এটা।’

এই কাহিনির পাশাপাশি আরও এক ঘটনা শুনিয়ে তিনি মিডিয়ার ‘চরিত্র’ বুঝিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘একদিন এক গ্রামের লোকজন দেখা করতে এল। সে সময় প্রতি মঙ্গলবার যে কেউ আমার কাছে চলে আসতে পারত। ওই দিন সবার জন্য ছিল অবারিত দ্বার। গ্রামবাসীরা বলল, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। কারণ, আমাদের গ্রামে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ চলে এসেছে। গ্রামে এখন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে। আমি বলি, হতেই পারে না। মিথ্যা বলছ তোমরা। শুনে ওরা বলল, না সাহেব। সত্যি। আমি বলি, কই কোনো কাগজে তো এই খবর পড়িনি? শুনে ওরা বলল, সাহেব, রেডিও বা খবরের কাগজে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ চলে আসার খবর দেবে না।’

মোদি বলেন, ‘আগে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল খবরের কাগজ। কাজেই খবরের কাগজ ছাড়া কারও গতি ছিল না। সেটাও ছিল একমুখী। আজ বহু মাধ্যমের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। খবরের কাগজ, টিভি ছাড়া জনতাও আজ তার আওয়াজ পৌঁছে দিচ্ছে। যেকোনো বিষয়ে মানুষ তার মতামত জানাতে পারছে।’

সাক্ষাৎকারের শেষে মোদি বলেন, ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে, সে জন্য তিনি কাজ করেন না। কাজ করেন দেশের জন্য। তবু কেউ যদি মনে রাখে তা হলে মনে রাখুক কাশ্মীরে ৪০ শতাংশ ভোট পড়ার কথা। জি-২০-এর দৌলতে ভারতের মাথা উঁচু হওয়ার কথা। মনে রাখুক, বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হতে চলা ভারতের কথা।

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটি সংবাদ সম্মেলন করেননি। অথচ এটাই ছিল প্রথা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে একই বিমানে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া ছিল রীতি। সেই রীতি শুরুতেই তিনি ভেঙে দেন। ১০ বছর ধরে সংবাদমাধ্যম তাঁর সফরসঙ্গী নয়। সংসদের উভয় কক্ষে সপ্তাহে এক দিন সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর কাজ। ১০ বছরে এক দিনের জন্যও সেই কাজ তিনি করেননি।

তাঁর মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রীরা। তাঁর অনুগত সংবাদমাধ্যমগুলো আজ সারা দেশে ‘গোদি মিডিয়া’ নামে পরিচিত। অর্থাৎ যে মিডিয়া তাঁর কোলে (গোদি) আশ্রিত।

বিরোধীদের অভিযোগ, অন্ধ ও অনুগত মিডিয়ার পছন্দসই সাংবাদিক ছাড়া কাউকে তিনি সাক্ষাৎকার দেন না। প্রশ্নগুলো আগাম পাঠিয়ে দিতে হয়। লিখিত ও অনুমোদিত প্রশ্নের বাইরে বাড়তি বিষয় অবতারণার কোনো অধিকার সাংবাদিকদের নেই।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪’ পাচ্ছেন আবু সাঈদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উদার আকাশ প্রকাশন ও পত্রিকার উদ্যোগে দুই বাংলায় সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান, নজরুল-চর্চা, তাঁর সাম্যবাদী চিন্তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রসার করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া এমন ব্যক্তি, সংগঠক বা সংগঠনকে প্রথমবারের মতো ‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪’ প্রদান করা হবে। ১৯ মে, রোববার, বিকেল ৩.৩০টায় কলকাতার উল্টোডাঙার বিধাননগর রোডের ইকমার্কড (আইসিএমএআরডি) বিল্ডিংয়ের তিন তলায়, রুম নং ৩০১, মিলনী হলে উদার আকাশ প্রকাশন ও পত্রিকা এই পুরস্কার প্রদান করবে। প্রথমবার পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলাদেশের লেখক, গবেষক, নজরুল-সংগঠক, সম্পাদক ও প্রকাশক আবু সাঈদ। পুরস্কার তুলে দেবেন সাবেক সাংসদ ও লেখক ড. মইনুল হাসান, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান, নজরুল প্রেমী ও কবি এমদাদুল হক নূর এবং উদার আকাশ পত্রিকা ও উদার আকাশ প্রকাশনের সম্পাদক ফারুক আহমেদ।
‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪’ সম্পর্কে উদার আকাশ প্রকাশন ও পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ফারুক আহমেদ বলেন, ‘দুই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির সেবায় কাজী নজরুল ইসলাম গবেষণায় অনন্য নিদর্শনের জন্য আবু সাঈদকে বিদ্রোহী কবির নামে স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করতে পেরে আমরা গর্বিত।’ এছাড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নজরুল গবেষক, কথাশিল্পী, সংগীতশিল্পী ও নজরুল অনুরাগীরা। পুরস্কার প্রদানের পর সংগীত পরিবেশন করবেন ছায়ানট (কলকাতা)-এর সভাপতি ও নজরুলসংগীত শিল্পী সোমঋতা মল্লিক। কাজী নজরুল ইসলাম-এর কবিতা আবৃত্তি করবেন শুক্লা রায়।

প্রতিবন্ধী পায়েলকে আর্থিক সাহায্য বিডিও ও সমিতির সভাপতির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও চরম আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এবছর উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে পায়েল পাল। আর্থিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই কারণে শুক্রবার পায়েলের বাড়িতে গেলেন বালুরঘাট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সম্বল ঝাঁ, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, অমৃত খন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মন। পায়েলের আগামী দিনে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে কোনো রকম সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য দিয়েছেন সহযোগিতার আশ্বাস। জানা গিয়েছে, এদিন পায়েলের হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক ও গল্পের বই তুলে দেন বালুরঘাট ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। পায়েলের বাবা ও মায়ের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন তাঁরা। পাশাপাশি আগামী দিনে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে পায়েলের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।
উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পায়েল বিশেষভাবে সক্ষম। চলাচলের ক্ষেত্রে মা-বাবার উপর নির্ভর করতে হয় তাঁকে। মায়ের কোলে চেপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল সে। কোমর থেকে নিচের অংশেই মূল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে পায়েলের। প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৬০ নম্বর পেয়েছে পায়েল। গড়ে প্রায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। ভূগোল নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে চায় পায়েল। এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করতে চায় সে। তবে তাঁর বাবা-মা এই সাফল্যে খুশি হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার কিভাবে বহন করবেন এবং কলেজে যাতায়াত নিয়েও বেশ চিন্তায় রয়েছেন।
এ বিষয়ে পায়েলের বাবা জানান, ‘সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি কৃষি কাজ করি। মেয়ের এই ফলাফলে আমি খুব খুশি। আগামীতে উচ্চশিক্ষায় সরকারি সাহায্য পেলে খুবই ভালো হয়।’
এ বিষয়ে বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্বল ঝাঁ বলেন, ‘পায়েল দক্ষিণ দিনাজপুরের গর্ব।

হজ যাত্রীদের প্রশিক্ষণ

আপনজন: ক্যালকাটা টুরস এন্ড ট্রাভেলস ১৯৯৩ সাল থেকে হজ যাত্রীদের খেদমত করে আসছে। এই ট্রাভেলসের কর্ণধার সরফরাজ ১০১ জনকে নিয়ে ক্যানিং স্ট্রিট একটি রুমে রুম হজ প্রশিক্ষণ দিলেন। কলকাতা হতে জেদ্দায় হজ যাত্রীদের পরিবহণে সহায়তা করেন আবুল খায়ের। এদিনের হজ প্রশিক্ষণে হাজির ছিলেন আলহাজ্ব নায়ার একবাল। মুফতি ইব্রাহিম সাহেব বর্ধমান হজ যাত্রীদের নিয়ে ট্রেনিং দেন।

অভিজিৎ গাঙ্গুলির প্রার্থী পদ বাতিলের দাবি শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন:আমরা ব্যথিত। গতকাল অভিজিৎ গাঙ্গুলি লোকসভার নির্বাচনে একজন প্রার্থী।কদর্য ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যে মন্তব্য করেছেন মনে করছি যৌন বাদী মন্তব্য।তার ডি এন এ - র পরিচয় দিয়েছেন। তমলুকের বিজেপি প্রার্থীকে এভাবেই রাজনৈতিক নিশানা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি আরো বলেন,সন্দেশখালি নিয়ে যে ভিডিও ছিল সেখানে আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল।
অভিজিৎ গাঙ্গুলি সে নাকি প্রাক্তন বিচারপতি।একজন বিচার পতির এই ভাষা হতে পারে? প্রশ্ন শশী পাঁজার।তিনি আরো বলেন,একজন বঙ্গ সন্তান তার কিভাবে এই ভাষা হতে পারে?
ভারতীয় জনতা পার্টি কি মনে করেন? কে কাকে কত কদর্য ভাষায় আক্রমণ করবেন তার তত বেশি উন্নতি হবে ।একজন প্রার্থী হিসেবে কিভাবে এই ভাষা ব্যবহার করলেন? তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।শপথ নিয়েছেন।বাংলার মানুষ শুনেছেন কি ভাষায় কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছি ।মোদী,অমিত শাহ,শুভেন্দু অধিকারী যারা এই ব্যক্তির সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করেছে। তারা কি এই বক্তব্য সমর্থন করছেন? প্রশ্ন শশী পাঁজার।দেশে এত জায়গায় ভোট হচ্ছে এই কথা কেউ বলেনি।দুঃখের বিষয় নির্বাচন কমিশন না মোদী কমিশন।এটা কি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট নয়?আশা করছি এই নির্বাচন চলাকালীন ব্যবস্থা নেবে।একজন প্রার্থীর যদি এই চরিত্র থাকে মহিলাদের কি সম্মান দেবেন? যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তমলুকের বিজেপি প্রার্থীকে শোকজ করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি কি ভেবেছে এটা কি তাদের মৌলিক অধিকার ?? যার যা ইচ্ছে তাই বলছে।দেশের লজ্জা।নিন্দা জানাচ্ছি,ধিক্কার জানাচ্ছি।সেক্সিস্ট রিমার্ক।এর থেকে আর কিছু বলতে পারছি না।প্রার্থী পদ বাতিল হওয়া উচিত।আইনজীবীরা আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবছেন।নির্বাচন কমিশনে দিল্লিতে চিঠি গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সদর্থক ভূমিকা ,নিরপেক্ষতা আশা রাখি।আপনার পরিবারে মা বোন আছেন।আত্মীয় স্বজন আছে।বন্ধু বান্ধব আছে।এটা আপনার চিন্তা? দেবের অডিও টেপ হিরনের অভিযোগ প্রসঙ্গে, শশী পাঁজা বলেন,বিজেপির যে প্রার্থী রয়েছে বোঝা যাচ্ছে তিনি হারছেন।যখন প্রচারে উন্নয়নের কিছু বলার থাকে না তখন তারা এসব খোঁজে। এভাবেই ভোট চলে আসবে। সন্দেশ খালির ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম যখন স্টিং অপারেশন এলো তখন বিজেপি যা খুশি তাই করল।

হাঁস প্রতিপালন করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে প্রতিপালকরা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: একে বৃষ্টির আকাল অপরদিকে নদী মাঠে পর্যাপ্ত জল না থাকার কারণে বর্তমানে হাঁস চাষ থেকে বিমুখ হচ্ছে, বিভিন্ন ফার্মের প্রতিপালকরা নদিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষাবাদ এবং পশু পালনের মধ্যে দিয়ে ই রুজি রুটির পথ খুঁজে নেয় মানুষ তবে এই নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তে যেরকম সবজি চাষ হয়ে থাকে অপরদিকে হয়ে থাকে হাঁস মুরগি প্রতিপালন আর এবার সে কারণেই হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করতে গিয়ে বেগের মুখে পড়তে হচ্ছে প্রতিপালকদের। তারা জানাচ্ছেন একে আবহাওয়ার খামখেয়ালী অপরদিকে বর্তমানে জলাশয় কিংবা পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকছে না তাই বর্তমানে হাঁস প্রতিপালন করতে গিয়ে বেগতিক দেখছেন তারা। বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে হাতে গোনা কিছু হাঁস প্রতিপালন করছেন ফার্মের প্রতিপালকরা তবে বর্তমানে হাঁসের চাহিদাও কমছে তাই মুরগি চাষের উপরই বেশি ঝোঁক তাদের অপরদিকে এই হাঁস প্রতিপালন করতে গিয়ে জলাশয় তৈরি করা তাতে ওষুধ দেওয়া এবং হাঁসের রাখার মত পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকার কারণেই বর্তমানে হাঁস চাষের থেকে বিমুখ হয়েছেন তারা। প্রথম দিকে চারশোরও বেশি হাঁস নিয়ে প্রতিপালন করা শুরু করলেও বর্তমানের চাহিদা না থাকার কারণে হাঁস প্রতিপালনের সংখ্যা গিয়ে থেকেছে ৬০ থেকে ৭০ টিতে। তবে এই সমস্ত হাঁস সবই মাংস খাওয়ার জন্য প্রতিপালন করা হচ্ছে তবে যদি এভাবে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা চলতে থাকে তবে ভবিষ্যতে এই হাঁস প্রতিপালন থেকে তারা পুরোপুরিভাবে বিরত হবেন বলেও জানিয়েছেন যদিও হাঁসের মরণ রোগ এবং প্রতি পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা হওয়ার কারণে বিধানসভার বিচ্ছিন্ন এলাকার বেশ কিছু ফাম ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এসব প্রতিপালকদের এখনো পর্যন্ত মেলেনি কোন সরকারি আর্থিক সুবিধা বা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তাই নিজের ট্যাকের করি খরচ করে আর বেশি দিন এই হাঁস প্রতিপালন করা সম্ভব নয় বলেও জানান হাঁস প্রতিপালকরা তবে এখন দেখার আবহাওয়া খামখেয়ালী পোনা মিটলেও সরকারিভাবে কোনো রকম সুবিধা পান কিনা এই সমস্ত প্রতিপালকরা নাকি আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতিতেই জীবন কাটে বাকিটা।

একগুচ্ছ বিষয়ে ভর্তির সুযোগ ভাঙড়ের কাঁঠালিয়া হাই স্কুলে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের একাদশ শ্রেণীতে মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের একগুচ্ছ বিষয়ে ভর্তির সুযোগ রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাঁঠালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে।বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়ারা পড়তে পারবেন বাংলা, ইংলিশ, আরবি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, পুষ্টি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা, পরিবেশ বিদ্যা, মডার্ন কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান। মোট ১৮ বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় পড়ার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট নাম্বার পেতে হবে। গণিতের জন্য মাধ্যমিকের গণিতে ৪০, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের জন্য ভৌত বিজ্ঞানে ৫০, জীব বিজ্ঞানের জন্য জীবন বিজ্ঞানে ৬০, পুষ্টি বিজ্ঞানের জন্য জীবন বিজ্ঞানে ৪০, পরিবেশ বিদ্যার জন্য জীবন বিজ্ঞানে ৩৫, ভূগোলের জন্য মাধ্যমিকের ভূগোলে ৪০, কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য মাধ্যমিকের গণিতে ৫০ এবং মডার্ন কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাধ্যমিকের গণিতে ৩৫ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জার্সিস হোসেন “দৈনিক আপনজন” প্রতিনিধিকে বলেন, তুলনামূলক কম মেধার শিক্ষার্থীদের আমরা বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে পড়ার সুযোগ দিচ্ছি। সঠিক ও নিবিড় পরিচর্যায় কম মেধাকে আমরা মধ্য ও উচ্চ মেধায় নিয়ে যেতে চাই।

মন ভাল রাখতে উদ্যোগ এনজিও-র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: মন খারাপের উপশম হিসেবে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শুভ সূচনা হল ‘মন ভালো করার বেঞ্চ’। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর পারে ডাঙ্গি ঘাটে শুক্রবার এই মন ভালো করার বেঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি অমল বসু। সঙ্গে ছিলেন সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সদস্য বিজন সরকার, উজ্জ্বল মণ্ডল, সনাতন প্রামাণিক, সুমন সরকার। মূলত, মনের বিষাদ দূর করে প্রকৃতির কাছে আসতে; নদীর কাছে আসতে এবং নদীকে ভালোবাসতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকৃতির বন্ধু হওয়ার, মন খারাপ দূর করতে কিছু পোস্টারও লাগানো হয়েছে। গীতার বানীও দেওয়া আছে সেখানে। আত্রেয়ীর পারে এসে মানুষের মন ভালো হোক।

পঞ্চম দফার ভোটে ৭ কেন্দ্রে ৬১৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পঞ্চম দফার সাতটি লোকসভা কেন্দ্রে ৬১৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে।অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান আগামী সোমবার পঞ্চম দফার ভোট সাতটি লোক সভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। বনগাঁও ১৫, ব্যারাকপুর ১৪, হাওড়া ১৪, উলুবেড়িয়া ১২, শ্রীরামপুর ১১, হুগলী ১২ এবং আরামবাগে ১০ জন প্রার্থী ।
মোট ৮৮ জন প্রার্থী রয়েছেন। যাদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে আগামী সোমবার। বনগাঁতে ১৯৩০ টি পোলিং স্টেশন। ১৫৯১ ভোট কেন্দ্রে, হাওড়া ১৮৯৫, উলুবেড়িয়া ১৮৬৩ ভোট কেন্দ্রে, শ্রীরামপুর ভোট কেন্দ্র রয়েছে। এই সাতটি লোকসভা কেন্দ্রে ১৩১৮১ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। মডেল ভোট কেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে । মোট ৯৩ টি মডেল পোলিং স্টেশন থাকছে। মহিলা পরিচালিত ১৪৬০ ভোট কেন্দ্র থাকছে। ১০০টি ওয়েব কাস্টিং থাকবে। ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন বনগাঁও ৫৫০ টি, ১০৬৯টি ব্যারাকপুরে, ৬০৫ টি হাওড়াতে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন রয়েছে। মোট ৭৭১১ টি ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন থাকছে। মোট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে পঞ্চম দফায় ৬১৩ কোম্পানি। ২৫৫১৪ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়ন থাকবে। হোম ভোটিং মোট ১১৯৭৩ জন পরিষেবা নিয়েছেন। সাধারণ অবজারভার এবং পুলিশ অবজারভার সহ আয় ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ৩২৯৩৭ টি অভিযোগ সি ভিজিল জমা পড়েছে। সুবিধা অ্যাপ ১০৭৮২৩২ টি অনুমতি পাওয়া গেছে। ফ্লাইং স্কোয়াড সহ নাকা চেকিং এবং স্ট্যাটিটিকস সার্ভিলেন্স টিম কাজ করছে। এখন পর্যন্ত নাগাদ ৩১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে ।৩৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পঞ্চম দফায় প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

পুলিশের উপর হামলার জেরে ১৬ জন আটক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পড়শী দুটি পরিবারের মধ্যে দফায় দফায় ঝামেলা।সেই ঝামেলার মধ্যে খানে পড়ে কর্তব্যরত ১০ জন পুলিশকর্মীর মধ্যে কমবেশি সকলেই জখম হন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বীরভূমের মল্লারপুর থানার বাজিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাথাই গ্রামে।জানা যায় যে, দুটি পরিবারের মধ্যে পরপর দুই দিন ধরে ঝামেলা চলছিল। স্থানীয় থানার পুলিশ সেই ঘটনার জেরে গ্রামে আসেন এবং গ্রামবাসীদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে হটাৎ ইট বৃষ্টি ও লাঠি নিয়ে গ্রামবাসীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ।
যদিও গ্রামবাসীদের বক্তব্য পুলিশ একজন নিরীহ ব্যাক্তিকে আগেই চড় মারে।সেই বচসা থেকে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে গন্ডগোলের সৃষ্টি। এক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন ৮-১০ জন পুলিশকর্মীর একটি দল। মাথা ফেটে রক্তাক্ত হলেন পুলিশের এক এএসআই। লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হন তিন পুলিশ সাথে অন্যান্যরা ও কমবেশি সকলেই আঘাতপ্রাপ্ত হন। মারমুখী গ্রামবাসীদের আক্রমণের মুখ থেকে কোনও ক্রমে সেই মুহুর্তে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।। জখম এএসআইয়ের মাথায় ২৮টি সেলাই পড়ে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় অন্যান্য পুলিশকর্মীদেরও। সূত্রের খবর ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পাথাই গ্রামে অশান্তি এবং সে থেকে গ্রামে উত্তেজনার খবর পেয়ে মল্লারপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। স্থানীয়দের বক্তব্য শোনার পর পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করতে গেলেই অশান্তি বাড়ে।তখনই গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে পুলিশের।আর শুরু হয় তাতেই বিপত্তি।উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে মল্লারপুর থানার পুলিশ প্রায় ১৬ জন অভিযুক্ত গ্রামবাসীদের আটক করে।শুক্রবার তাদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ জনের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে এবং বাকিদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

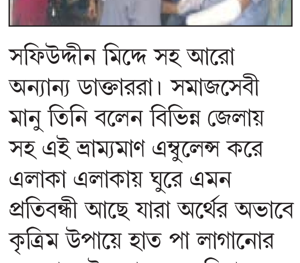

আপনজন: মহাবির সেবা সদন এর উদ্যোগে ও বিশেষ সহযোগিতায় এলাকার অসহায় দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম উপায়ে হাত পা লাগিয়ে দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয় সাউথ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল কেজি স্কুল প্রাঙ্গণে। এদিন এলাকা থেকে আসা প্রায় ২০ জন প্রতিবন্ধী কে কৃত্রিম উপায়ে হাত পা লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এখানে উপস্তিত থেকে সহযোগিতা করেন বিশিষ্ঠ সমাজসেবী মানু , সাউথ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল কেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃত্তি সুভাষ সামন্ত স্যার,বিশিষ্ট সমাজসেবী সফিউদ্দীন মিদ্দে সহ আরো অন্যান্য ডাক্তাররা। সমাজসেবী মানু তিনি বলেন বিভিন্ন জেলায় সহ এই ভ্রাম্যমাণ এম্বুলেন্স করে এলাকা এলাকায় ঘুরে এমন প্রতিবন্ধী আছে যারা অর্থের অভাবে কৃত্রিম উপায়ে হাত পা লাগানোর ক্ষমতা নেই। তাদেরকে বিনা মূল্যে কৃত্রিম হাত পা লাগিয়ে দেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ, জখম ৩

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ কে কেন্দ্র করে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের তিনজন।রক্তাক্ত অবস্থায় হোসেন গাজী,নজরুল ইসলাম গাজী,নূরুল ইসলাম গাজী’রা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তরা একে অপরের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের মরাহলদি গ্রামের গাজী পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত পারিবারিক বিবাদ চলছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই নিয়ে বচসা শুরু হয়। বচসার মাঝে একে অপরের বিরুদ্ধে লাঠি,লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়াবে বেঙ্গল মিডিয়া

কাজী হাফিজুল ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে ‘বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাব’ বিশেষ অনুষ্ঠান করল শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিল সোশ্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য পত্রিকার সাংবাদিকরা। যে সকল সাংবাদিকরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করেন কিন্তু তাদের কোনও প্রেস কার্ড নেই তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হল “বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাব”।
অনুষ্ঠানে বলা হয়, সম্মানীয় সাংবাদিকরা কাজ করার পথে কোনো বিপদে কিম্বা সমস্যাই পড়লে “বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাব “ পাশে থাকবে শুধু তাই নয়, সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা করবে। এমনি কি দুর্ঘটনা বীমা সহ আরো অনেক সুবিধা দেবে এই সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট তীর্থঙ্কর মুখার্জি, সেক্রেটারি কাওসার আলী, গৌরী শঙ্কর দাস, কৌস্তভ মজুমদার, পারমিতা ব্যানার্জী, অরুন চক্রবর্তী, সামসাদ বেগম, দিব্যেন্দু ঘোষ, রুহুল আমিন, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, আশীষ বসাক প্রমুখ।

দুই বোনকে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলপি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বর পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোলাহাট থানার গুরুদাসপুর এলাকায় বাড়িতেই পুরুষ কেউ না থাকার সুযোগের দুই বোনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল দূষ্কৃতীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বাসন্তী প্রামানিক(৪৫) এবং বিশা প্রামানিক (৫৫)দুই বোন একটি বাড়িতে থাকতেন গুরুদাসপুর এলাকায়. হঠাৎ করে আজ শুক্রবার সকালে স্থানীয় এক যুবক দেখতে পায় বাড়ির বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুই বোন।কুপিয়ে খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে দুটি দেহকে।তবে এদের কোনো পুরুষ এবং শত্রুতা বা কোন কিছু ছিলো কিনা এখনও কিছু জানা যায়নি।মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোপা আমেরিকার আগে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২০ জুন কোপা আমেরিকার ট্রফি ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন লিওনেল মেসিরা। একটিতে প্রতিপক্ষ লাতিন আমেরিকার ইকুয়েডর, আরেকটিতে মধ্য আমেরিকার গুয়েতেমালা।
আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) কাল আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাচ দুটির প্রতিপক্ষ ও ভেন্যু নিশ্চিত করেছে।
কোপা আমেরিকার আগে আর্জেন্টিনা দলের প্রীতি ম্যাচের খবর জানা গিয়েছিল আগেই। তবে একটি ম্যাচের প্রতিপক্ষ ও ভেন্যুর বিষয়টি চূড়ান্ত ছিল না। এএফএ ওয়েসবাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৯ জুন শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। আর গুয়েতেমারার বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ১৪ জুন ওয়াশিংটন ডিসিতে।
দুটি ম্যাচের মধ্যে লাতিন আমেরিকান দল ইকুয়েডরকে প্রস্তুতির জন্য সেরা প্রতিপক্ষ মনে করছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। ২০২৬ বিশ্বকাপের আঞ্চলিক বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে হেরেছে ইকুয়েডর, সর্বশেষ পাঁচটিতে ৩ জয় ২ ড্র তাদের। কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা–ইকুয়েডর দু দলই নিজ গ্রুপ থেকে প্রত্যাশিতভাবে এগোতে পারলে মুখোমুখি দেখা হবে কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনালে।
ইকুয়েডরকে ‘কঠিন প্রতিপক্ষ’ আখ্যা দিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘খেলোয়াড়েরা লম্বা একটা মৌসুম শেষ করে খেলতে নামবে। অনেকেরই মৌসুমজুড়ে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হয়েছে। যে দুটি ম্যাচ আছে, এর মধ্যেই দল প্রস্তুত হয়ে যাবে। ইকুয়েডর কঠিন প্রতিপক্ষ। আর গুয়েতেমালা ম্যাচে অনেক দর্শক হয়। সেটাও ভালো ম্যাচই হবে। কারণ, মানুষ দিন শেষে ভালো ফুটবলই দেখতে আসে।’
এদিকে কোপা আমেরিকায় প্রতিটি দলকে ২৩ জনের পরিবর্তে ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণার সুযোগ দিয়েছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। এর আগে উয়েফাও এবারের ইউরোয় ২৬ জনের দলের অনুমোদন দিয়েছে।
কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ২০ জুন কানাডার বিপক্ষে, আটালান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়াম। ২৫ জুন নিউজার্সিতে দ্বিতীয় ম্যাচের প্রতিপক্ষ চিলি। আর ২৯ জুন মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বের শেষ প্রতিপক্ষ পেরু।

আমার অধিনায়কত্ব সরল-সিধে: পান্ডিয়া

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলে যতটা না আলোচনায় ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, তার চেয়ে বেশি আলোচিত ছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। প্রথমবার মুম্বাইকে নেতৃত্ব দেওয়া এই অলরাউন্ডার অধিনায়কত্ব নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বারবার। ব্যাটে-বলেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। মুম্বাইও প্লে-অফে ওঠার আগেই ছিটকে গেছে। টুর্নামেন্টে আজ নিজেদের শেষ ম্যাচের আগে নিজের অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলছেন পান্ডিয়া। নিজের অধিনায়কত্ব ফলকেন্দ্রিক নয় বলে দাবি করেছেন পান্ডিয়া।
স্টার স্পোর্টস প্রকাশিত এক ভিডিওতে পান্ডিয়া বলেছেন, ‘আমার অধিনায়কত্ব সরল। হার্দিক পান্ডিয়া তাঁর ১০ জন সতীর্থকে নিয়ে খেলছে। কৌশলটাও সরল–খেলোয়াড়দের দেখাশোনা করা, আত্মবিশ্বাস দেওয়া, ভালোবাসা দেওয়া। তারা মাঠে গিয়ে শতভাগের বেশি দেবে, এটাই আমি তাদের কাছে চাই। আমি ফলকেন্দ্রিক অধিনায়ক নই, অ্যাপ্রোচটা গুরুত্বে দিই।’
পান্ডিয়া যোগ করেন, ‘আমি দেখি, খেলোয়াড়েরা মাঠে কী মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং আমার মনে হয় এটাই দলের জন্য ভালো। আমার মনে হয়, সামনে গিয়ে কখনো না কখনো এটা দলকে সাহায্য করে।’
অধিনায়ক হিসেবে এবার ব্যর্থ হলেও আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়াকে সফলই বলতে হবে। এই মৌসুমের আগে গুজরাট টাইটানসকে দুই মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। ২০২২ সালে অভিষেক মৌসুমে গুজরাটকে চ্যাম্পিয়ন করেন পান্ডিয়া। পরের মৌসুমে অর্থাৎ ২০২৩ সাল গুজরাট খেলেছে ফাইনাল। শেষ দুই বলে চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজা ১০ রানের সমীকরণ মিলিয়ে না ফেললে চ্যাম্পিয়ন হতো সেবারও। পান্ডিয়া দুই মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে।
তবে এবারের মৌসুমটা ভুলে যেতেই হয়তো চাইবেন পান্ডিয়া। ট্রল, সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য যে পারফর্ম করার প্রয়োজন ছিল, মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়া তার ধারেকাছেও করতে পারেননি। ব্যাট হাতে ১২ ইনিংসে করেছেন ২০০ রান। গড়টা ২০-এরও কম। অন্যদিকে বল হাতে ১১ উইকেট নিয়েছেন, সেটা আবার ১০.৫৮ ইকোনমি রেটে।
এই পান্ডিয়াই এবারের বিশ্বকাপে ভারতের সহ-অধিনায়ক। নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অবর্তমানে ভারতকে একাধিকবার নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। রোহিত নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে স্থায়ীভাবে পান্ডিয়াই ভারতের অধিনায়ক হবেন বলে মনে করেন অনেকে। এবারের আইপিএলে ১৩ ম্যাচে মুম্বাইয়ের জয় ৪টিতে। তাদের অবস্থান পয়েন্ট তালিকার তলানিতে। আজ রাত ৮টায় তারা খেলবে লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে।

ইউরোর দল দিয়ে ফ্রান্সে ফিরলেন কান্তে

আপনজন ডেস্ক: প্রায় দুই বছর পর ফ্রান্স জাতীয় দলে ফিরলেন এনগোলো কান্তে। ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সেরা এই মিডফিল্ডার ২০২২ সালের জুনের পর থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের বাইরে ছিলেন। চোটের কারণে খেলতে পারেননি ২০২২ বিশ্বকাপ। বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদে খেলা কান্তেকে নিয়েই ইউরো ২০২৪-এর ফ্রান্স দল ঘোষণা করেছেন কোচ দিদিয়ের দেশম। ইউরোপের শীর্ষ প্রতিযোগিতার জন্য দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডসও। ডাচদের প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে চোটের কারণে এক মাস ধরে মাঠের বাইরে থাকা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে।
নেদারল্যান্ডসের দলটি ৩০ সদস্যের, ফ্রান্সেরটি ২৫। এবারের ইউরোয় প্রতিটি দলের ২৬ জনের স্কোয়াড দেওয়ার সুযোগ থাকায় ফ্রান্স ৭ জুনের মধ্যে একজন সদস্য বাড়াতে পারবে, একই সময়ের মধ্যে খেলোয়াড় কমিয়ে চূড়ান্ত দল দিতে হবে ডাচদের।
সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার হিসেবে বিবেচিত কান্তে গত বিশ্বকাপের আগে চোটে ভুগছিলেন। খেলায় অনিয়মিত হয়ে ওঠায় একপর্যায়ে চেলসি ছেড়ে সৌদি প্রো লিগে নাম লেখান তিনি।
ফ্রান্স কোচ বলেছেন, ৩৩ বছর বয়সী কান্তেকে জাতীয় দলে ফেরানোর অন্যতম কারণ চোটপ্রবণতা এখন নেই, ‘ইউরোপে না থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, সে পুরো মৌসুম খেলেছে। সে তার আগের ফিটনেসে ফিরেছে। ওর যে অভিজ্ঞতা, আমি মনে করি ফ্রান্স দল আরও শক্তিশালী হয়েছে।’
ফ্রান্সের ইউরো দলে ডাক পেয়েছেন ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড জেইর–এমিরি। পিএসজিতে খেলা এই তরুণ এখনো স্কুল পর্যায় পার হননি। সামনে তাঁর পরীক্ষা থাকলেও ইউরোর জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে টিএফওয়ানকে বলেছেন এমিরি, ‘আমি সেপ্টেম্বরে পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছি, এখন যাতে ফুটবলে মনোযোগ দিতে পারি।’
১৯৮৪ ও ২০০০ সালে ইউরো জেতা ফ্রান্স এবারের আসরে নিজেদের অভিযান শুরু করবে ১৭ জুন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ‘ডি’ গ্রুপে দলটির অপর দুই প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস (২১ জুন) ও পোল্যান্ড (২৫ জুন)।

ফ্রান্সের ইউরো দল

গোলকিপার: আলফনসে আরেওলা, মাইক মাইগনান, ব্রাইস সামবা।
ডিফেন্ডার: জোনাথন ক্লাউস, ইব্রাহিমা কোনাতে, উইলিয়াম সালিবা, জুলস কুন্দে, থিও এরনান্দেজ, ফারলাঁ মেন্দি, বেঞ্জামিন পাভার, দায়ত উপামেকানো।
মিডফিল্ডার: এনগোলো কান্তে, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, আদ্রিয়েন র‍্যাবিয়ট, আঁতোয়ান গ্রিজমান, অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি, ওয়ারেন জেইর–এমিরি, ইউসুফ ফোফানা।
ফরোয়ার্ড: কিলিয়ান এমবাপ্পে, ব্রাডলি বারকোলা, উসমান দেম্বেলে, কিংসলি কোমান, মার্কাস থুরাম, রান্দাল কোলো মুয়ানি ও অলিভিয়ের জিরু।
ফ্রান্সের গ্রুপ প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস দল দিয়েছে ৩০ জনের। এই দলে পায়ের চোটে মাঠের বাইরে থাকা ডি ইয়ংকে রাখা হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলে চূড়ান্ত দলে রাখা হতে পারে তাঁকে। সৌদি আরবের আল ইত্তিফাকে খেলা জর্জিনিও ভাইনালদামও আছেন ইউরোর দলে। সাবেক এই অধিনায়ক ৯ মাস বিরতির পর মার্চে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছিলেন।
ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলে খেলা তিন ডাচ ফুটবলার ডিফেন্ডার ফন ডাইক, মিডফিল্ডার রায়ান গ্রাভেনবার্খ এবং স্ট্রাইকার কোডি গাকপোও আছেন দলে।
নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কোমান বলেছেন, প্রাথমিক দল থেকে ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে ২৯ মে।
নেদারল্যান্ডসের ইউরো শুরু হবে ১৬ জুন পোল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

নেদারল্যান্ডসের ইউরো প্রাথমিক দল

গোলকিপার: জাস্টিন বিলো, মার্ক ফ্লেকেন, বার্ট ভারব্রাগেন, নিক ওলি।
ডিফেন্ডার: নাথান আকে, ডেলি ব্লিন্ড, ভার্জিল ফন ডাইক, ডেনজেল ডামফ্রাইস, জেরেমি ফ্রিমপং, লুটশারেল গার্টরুইডা, মাথিয়াস ডি লিট, ইয়ান মাতসেন, মিকি ফন দি ফেন, স্টেফান দি ভিজ।
মিডফিল্ডার: রায়ান গ্রাভেনবার্খ, ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, টিউন কুপমেইনার্স, টিয়ানি রেইনডার্স, মার্টেন ডি রুন, জার্ডি শাউটেন, জাভি সিমন্স, কুইন্টেন টিম্বার, জোয়ে ভিরম্যান, জর্জিনিও ভাইনালডাম।
ফরোয়ার্ড: স্টেভেন বার্গউইন, ব্রায়ান ব্রবি, মেম্ফিস ডিপাই, কোডি গাকপো, ডনিয়েল ম্যালেন, ভাউট ভেগহোর্স্ট।

ব্যর্থ আলোচনায় বদলাচ্ছে না সিদ্ধান্ত, বায়ার্ন ছাড়ছেন টুখেল

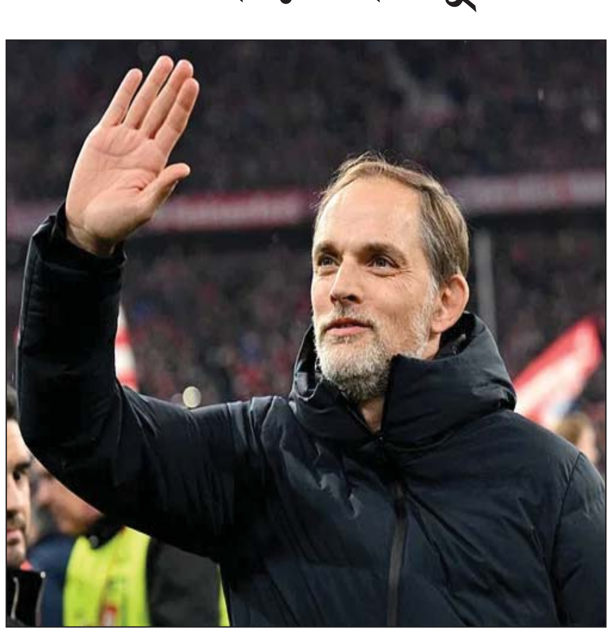

আপনজন ডেস্ক: গত ২১ ফেব্রুয়ারি মৌসুম শেষে টমাস টুখেলের বিদায়ের খবর জানিয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখ। লিগে ব্যর্থ মৌসুম কাটানোয় টুখেলের বিদায় অনুমিতই ছিল। তবে কয়েক দিন ধরে উল্টো দিকে বইতে শুরু করে বাতাস। গুঞ্জন শোনা যায়, সিদ্ধান্ত বাতিল করে বায়ার্নেই হয়তো থেকে যেতে পারেন টুখেল। এর মধ্যে সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএনও জানায়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন বায়ার্নে থেকে যাওয়ার কথা ভাবছেন টুখেল।
অন্য দিকে টুখেলকে বিদায় জানানোর পর বায়ার্নও পাচ্ছিল না পছন্দের কোনো কোচের সন্ধান। ফলে টুখেলের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশ উজ্জ্বলই মনে হচ্ছিল।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমনটা হচ্ছে না বলে নিশ্চিত করেছেন টুখেল নিজেই। মৌসুমের শেষ লিগ ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে এসে টুখেল নিশ্চিত করেছেন নিজের বিদায়ের খবর। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন নিয়ে দুই পক্ষের আলোচনার খবর নিশ্চিত করে টুখেল বলেছেন, বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা। ফলে আগের ঘোষণা অনুযায়ীই মৌসুম শেষ করে ক্লাব ছাড়তে যাচ্ছেন তিনি।
নিজের বিদায়ের খবর পুনরায় নিশ্চিত করে টুখেল বলেছেন, ‘এটা এখানে আমার শেষ সংবাদ সম্মেলন। ফেব্রুয়ারিতে যে সমঝোতা হয়েছিল, সেটিই বলবৎ আছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পাওয়া নানা প্রতিক্রিয়ার কারণে এখানে থাকার এবং একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনার একটি ভিত তৈরি করেছিল। কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি বিস্তারিত কিছু আর বলতে চাই না।’
গত বছরের মার্চে চেলসি ছাড়ার পর বায়ার্নে যোগ দেন টুখেল। তাঁর অধীনে চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠলেও ঘরোয়া ফুটবলে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বায়ার্ন। ১১ মৌসুম পর প্রথমবারের মতো লিগ শিরোপা হাতছাড়া করেছে বাভারিয়ান ক্লাবটি। যে কারণে সমঝোতার ভিত্তিতে মৌসুম শেষে টুখেলের বিদায় নিশ্চিত করেছিল ক্লাবটি।

আইপিএল: প্লে-অফ আর শীর্ষ দুইয়ে থাকতে কোন দলকে কী করতে হবে

আপনজন ডেস্ক: গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের গতকালের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত হয়েছে হায়দরাবাদের। শেষ চারে তারা সঙ্গী হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালসের। প্লে-অফে এখনো একটি জায়গা বাকি। কলকাতার আবার শীর্ষে থাকাও নিশ্চিত হয়েছে। ফলে এখন আইপিএলের রোমাঞ্চ মূলত প্লে-অফের শেষ চারে কারা জায়গা করে নেবে শেষ দল হিসেবে, সঙ্গে শীর্ষ দুইয়ে কলকাতার সঙ্গী হবে কারা–সেটি দেখার। দলগুলোর সামনে যেমন সমীকরণ–

রাজস্থান রয়্যালস (বর্তমান অবস্থান দ্বিতীয়)
১৩ ম্যাচ, ১৬ পয়েন্ট, নেট রান রেট: +০.২৭৩
ম্যাচ বাকি–কলকাতা
আগামী রোববার কলকাতাকে হারাতে পারলেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিশ্চিত হবে রাজস্থান রয়্যালসের। যদিও দলটি সে ম্যাচে নামবে টানা চারটি হারের বোঝা মাথায় নিয়ে। অবশ্য শেষ ম্যাচে হেরেও দুই নম্বরে থাকতে পারে রাজস্থান। তবে সে জন্য হায়দরাবাদকে তাদের শেষ ম্যাচ হারতে হবে, চেন্নাইয়ের এক পয়েন্টের বেশি পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে কলকাতার কাছে হেরে চার নম্বরেও নেমে যেতে পারে রাজস্থান। সে ক্ষেত্রে অবশ্য হায়দরাবাদকে শেষ ম্যাচে অন্তত ১ পয়েন্ট পেতে হবে আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে জিততে হবে চেন্নাই সুপার কিংসকে।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (বর্তমান অবস্থান তৃতীয়)
১৩ ম্যাচ, ১৫ পয়েন্ট, নেট রান রেট: +০.৪০৬
ম্যাচ বাকি–পাঞ্জাব
গতকালের ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়াতে শেষ চার নিশ্চিত হলেও শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ শেষ করার সমীকরণ এখন আর নিজেদের হাতে নেই হায়দরাবাদের। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবকে হারালেও তাদের পয়েন্ট হবে ১৭, অন্যদিকে কলকাতাকে হারিয়ে ১৮ পয়েন্ট হতে পারে রাজস্থানের।
কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরির সঙ্গে হায়দরাবাদ অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এখনো শীর্ষ দুইয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে হায়দরাবাদের।
কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরির সঙ্গে হায়দরাবাদ অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এখনো শীর্ষ দুইয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে হায়দরাবাদের।বিসিসিআই
তবে শেষ ম্যাচে যদি হায়দরাবাদ জেতে আর ওদিকে রাজস্থান হারে, তাহলে শীর্ষ দুইয়ে থাকবে হায়দরাবাদ। এটি না হলে মিলতে হবে সব সমীকরণ–হায়দরাবাদের শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত, রাজস্থানের হার আর বেঙ্গালুরুর কাছে চেন্নাইয়ের হার।

চেন্নাই সুপার কিংস (বর্তমান অবস্থান চতুর্থ)
১৩ ম্যাচ, ১৪ পয়েন্ট, ০.৫২৮ নেট রান রেট
ম্যাচ বাকি–বেঙ্গালুরু
প্লে-ফে যেতে চেন্নাইয়ের এক পয়েন্টই যথেষ্ট, যেহেতু তাদের শেষ ম্যাচ বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে। তবে বেঙ্গালুরুকে হারালে শীর্ষ দুইয়ের সম্ভাবনাও থাকবে তাদের। সে ক্ষেত্রে রাজস্থানকে হারতে হবে আর হায়দরাবাদের শেষ ম্যাচে এক পয়েন্টের বেশি পাওয়া যাবে না।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (বর্তমান অবস্থান ষষ্ঠ)
১৩ ম্যাচ, ১২ পয়েন্ট, নেট রান রেট: +০.৩৮৭
ম্যাচ বাকি–চেন্নাই
টানা ৫ ম্যাচ জিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বেঙ্গালুরু। কিন্তু প্লে-অফে যেতে তাদের সমীকরণটা এখনো সহজ নয়। শুধু আগামীকাল চেন্নাইকে হারালেই চলবে না, নেট রান রেটের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তবে নিজেদের লক্ষ্যটা জেনেই নামতে পারবে দলটি। ধরে নেওয়া যাক, এ ম্যাচে ২০০ রান করল বেঙ্গালুরু। সে ক্ষেত্রে চেন্নাইকে অন্তত ১৮ রানে হারাতে হবে। আর তাদের লক্ষ্য যদি ২০০ রান হয়, তাহলে অন্তত ১১ বল হাতে রেখে জিততে হবে। ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে কোনো আশা থাকবে না বেঙ্গালুরুর। কোনো কারণে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে এলে সমীকরণটা আরও কঠিন হয়ে যাবে তাদের।

নাইট রাইডার্স পরিবারে ফিরলেন সাকিব

আপনজন ডেস্ক: আবারও নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলবেন সাকিব আল হাসান। তবে এবার আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নয়, সাকিব খেলবেন লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের হয়ে। আগামী মৌসুমে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) লস অ্যাঞ্জেলসের হয়ে সাকিবের খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নাইট রাইডার্স গ্রুপের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিশ্বকাপের পর ৫ জুলাই থেকে শুরু হবে মেজর লিগ ক্রিকেটের দ্বিতীয় মৌসুম। প্রথম মৌসুমে লস অ্যাঞ্জেলস ছিল পয়েন্ট তালিকায় ৬ নম্বরে, সবার নিচে।
এবার সরাসরি সাইনিংয়ে সাকিবকে দলে ভিড়িয়েছে দলটি।
গতবারের দল থেকে লস অ্যাঞ্জেলস এবার ধরে রেখেছে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইন, জেসন রয়, স্পেনসার জনসন, উন্মুক্ত চাঁদ এবং আলী খানদের। তাঁদের সঙ্গে এবার যুক্ত হলেন সাকিব। এই টুর্নামেন্টের প্রথম মৌসুমে তিনি খেলেননি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লস অ্যাঞ্জেলস বলেছে, ‘এই মৌসুমে সাকিব আল হাসান আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। নাইট রাইডার্স পরিবারের সঙ্গে সাকিবের সম্পর্কটা দীর্ঘস্থায়ী। ২০১২ ও ২০১৪ যে দুই মৌসুম কলকাতা চ্যাম্পিয়ন হয়, সেই সময়সহ তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কেকেআরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।’ কলকাতা সাকিবের পুরোনো ডেরা। ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল দাপিয়েছেন। কলকাতার দুই শিরোপাতেই ছিল তাঁর অবদান। ২০১৮ ও ২০১৯ মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেন সাকিব। এরপর ২০২১ সালেও খেলেন কলকাতার হয়ে।

রোনাল্ডোর বছরে আয় ২১৬৫ কোটি টাকার বেশি, মেসির কত?

আপনজন ডেস্ক: চতুর্থবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ক্রীড়াবিদের তালিকায় নাম উঠেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। ৩৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার গত এক বছরে ২৬ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছেন। যা ভারতীয় মুদ্রায় ২১৬৫ কোটি টাকার বেশি।
রোনাল্ডোর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করেছেন স্প্যানিশ গলফার জন রাম, আর্জেন্টাইন ফুটবলার লিওনেল মেসি আছেন তিনে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসা–বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িকী ফোর্বসের হালনাগাদ তালিকায় এ সব তথ্য উঠে এসেছে। ফোর্বস খেলোয়াড়দের আয়ের তালিকাটি করেছে বেতন, বোনাস, স্পনসরসহ সব ধরনের আয়ের হিসাব বিবেচনায় নিয়ে। ২০২৩ সালে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়া রোনাল্ডো বছরে ২০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি বেতন পেয়ে থাকেন। যা ফুটবল ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এ ছাড়া প্রায় ৬৯ কোটি ইনস্টাগ্রাম অনুসারীর সৌজন্যে নানা প্রতিষ্ঠানের স্পনসর থেকেও বিপুল আয় আছে রোনাল্ডোর। ফোর্বস রোনাল্ডোর মাঠের বাইরের আয় ৬ কোটি মার্কিন ডলার বলে উল্লেখ করেছে। আয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা জন রামের ক্ষেত্রেও সৌদি আরবের বিশেষ ভূমিকা আছে। দেশটির এলআইভি গলফে রামের যোগদান ছিল গলফের অন্যতম আলোচিত ঘটনা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**